আল-কুরআন এক নজরে
একশত চৌদ্দ সূরা

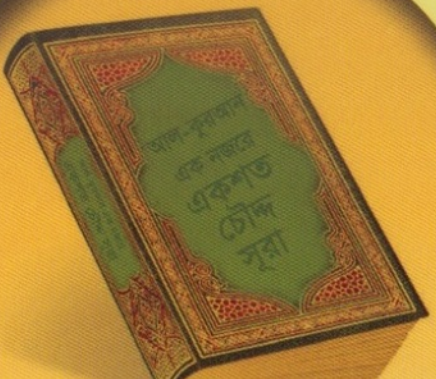

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আল-কুরআন
এক নজরে
একশত চৌদ্দ সূরা

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

www.pathagar.com

আল-কুরআন ঃ এক নজরে একশত চৌদ্দ সূরা
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
সাবেক এমপি

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ

চতুর্থ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

পরিবেশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
মগবাজার ❑ কাঁটাবন ❑ বাংলাবাজার

AL-QURAN: Ak Nojore Akshato Choddo Sura by Prof. Mujibur Rahman, Published by Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh.
Fixed Price:TK. 25.00 Only

www.pathagar.com

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

দীর্ঘ দিনের আশা ছিল যে, কুরআন মাজিদের ১১৪ টি সূরার নাম এর অর্থ জানতে হবে। সেই সাথে এটা মনে মনে চিন্তা করতাম যে ,সূরাটিতে কি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নামকরণ ও বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, থাকলে সেটা কেমন? আলহামদুলিল্লাহ! সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'আল-কুরআন এক নজরে একশত চৌদ্দ সূরা' পুস্তিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। নিজে জানার আগ্রহ নিয়ে যা সংগ্রহ করেছিলাম তা ছোট পুস্তিকার পাতায় তুলে দিতে পেরে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার আর একবার শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে আল-কুরআন এসেছে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করছে আল-কুরআন মানা না মানার উপর। কুরআনের ধারক বাহকরাই হবে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। ১০৪ খানা আসমানী কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ কিতাব এই আলকুরআন অবতীর্ণ হয় সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। কুরআন মাজীদে কমপক্ষে এক হাজার এমন আয়াত আছে যা হ্যাঁ বোধক হুকুম এবং কমপক্ষে এক হাজার আয়াত আছে যা না বোধক হুকুম। কুরআনের হ্যাঁ বোধক ও না বোধক হুকুমগুলো জানা এবং তা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু করা ফরজ। চালু করার এই চেষ্টার নামই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন। কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার কাজ যারা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(১) জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুন থেকে বাঁচতে পারবে।

(২) গুনাহ খাতা মাফ পেয়ে যাবে।

(৩) ঝর্ণাধারার পাদদেশে জান্নাতের পবিত্র ও সুন্দর আবাসন পাবে।

(৪) দুনিয়াতেও আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয় লাভ করবে।

তাই আল্লাহর উপর ঈমান, রাসূলের উপর ঈমান এবং ঐ আল্লাহর আইন ও রাসূলের আদর্শ চালু করার জন্য মাল ও জান দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। এ সংগ্রাম যাতে সঠিক পথে চালানো যায় সে জন্যই কুরআনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Direct Knowledge) অর্জন করতে হবে। সে লক্ষ্যকে সফল করার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। এখানে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

(এক) "আলকুরআনু হুজ্জাতুন লাকা আও আলাইকা"। "কুরআন (কিয়ামতের দিন) তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল হবে।" (মুসলিম) সে দিন কুরআন যার পক্ষে কথা বলবে তিনি বেঁচে যাবেন। আর কুরআন যার বিপক্ষে কথা বলবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(দুই) "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে মশগুল থাকে এ জন্য যিকির করার এবং দু'আ করার সময় পায় না, আমি তাকে দু'আ প্রার্থনাকারীদের চেয়েও বেশী পরিমাণে দিয়ে থাকি।" (তিরমিযী)

এক কথায় কুরআন মাজীদ আমাদের জীবনের একমাত্র পাথেয়। এটাকে সব সময় মনের মাঝে যত্ন করে রাখতে হবে। অল্প হলেও যাতে সূরাগুলোর একটু বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু মনে থাকে তাই এ পুস্তিকাটি '–একনজরে ১১৪ সূরা' লিখা হল। ইসলামী আন্দোলনের ভাইবোনদের সামান্য কিছু উপকার হলেই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব। আর দৃঢ়ভাবে আশা করব যে এর অসিলায় আল্লাহ তায়ালা তার এই গুনাহগার বান্দাহকে মাফ করে রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন – আমীন ॥

বইটি লিখার সময় তাফহীমুল কুরআন এর অনুসরণ করা হয়েছে। বইটির কোন স্থানে ত্রুটি পরিলিক্ষিত হলে জানানোর অনুরোধ রইল।

ঢাকা
আগষ্ট, ২০০৪ ইং

মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন জাতীয় সংসদ সদস্য

সতর্কবাণী

'আল-কুরআন এক নজরে একশত চৌদ্দ সূরা' পুস্তিকাটি পড়ে কেউ যাতে মনে না করেন, কুরআন বুঝা শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্য তাফসীরের পাশাপাশি তাফহীমুল কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা একাধিকবার পড়লে আশা করা যায় কুরআন বুঝা সহজ হবে।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদাহরণ যেন খুব বেশী পিপাসার্তকে এক ফোটা পানি মুখে তুলে দেয়া– যাতে পিপাসা পূরণের জন্য সে পানির খোঁজে আরো বেশী সক্রিয় হয়।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

১। الفاتحة আল ফাতিহা- খোলা (The Opening)

মক্কী, ১ রুকু, ৭ আয়াত

সূরাটি নবুয়াতের প্রথম অধ্যায়ে নাযিলকৃত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব। সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা গ্রন্থটি আরম্ভ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যার দ্বারা কোন কাজ শুরু করা হয় তার নাম আল-ফাতিহা। আল-কোরআন এই সুরা দ্বারা শুরু হয়েছে বলেই এর নাম আল-ফাতিহা। এতে বান্দাহ আল্লাহর কাছে মূল হেদায়েত চেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতরূপে পুরো কোরআন মাজীদকে বান্দার জন্য নাযিল করেছেন। বিশ্ব জগতের মালিক রাহমানুর রাহীম আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। বিচার দিনের মালিকও তিনি। তার কাছেই ইবাদত করে সাহায্য চাইতে হবে। সরল পথ তিনিই দেখাবেন। ইহুদী খৃষ্টানের অভিশপ্ত পথ নয়। আমরা সকলেই সেই সরল পথ চাই।

২। البقرة আল-বাকারা- গাভী (The Cow)

মাদানী, ৪০ রুকু, ২৮৬ আয়াত

সূরাটি হিজরত করার পর মদীনায় প্রাথমিক অধ্যায়ে নাযিল হয়। সুরার ১ম আয়াত একটি বিচ্ছিন্ন বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই জানেন। সূরাটির প্রথম দুই রুকুতে মুমিন, কাফির ও মুনাফিক এই তিন শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ রুকুতে আল্লাহর দাসত্ব করাই সিরাতুল মুস্তাকীম এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকলে দাসত্ব করা হয় বলে দেয়া হয়েছে। ৫-১৪ রুকুতে বনি ইসরাঈল থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৫-১৬ দুই রুকুতে ইবরাহীম (আ.) এর কথা, ১৭-১৮ রুকুতে কিবলা পরিবর্তনের, ১৯ রুকুতে দ্বীনের জন্য শহীদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এই সূরার ৬৬ নং আয়াতে বাকারা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। বনি ইসরাইলদের গাভী পুজার অসারতা প্রমাণ করে এই সুরায় আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্ম সমর্পনের আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান না মানলে যে করুন পরিণতি হয় বনী ইসরাঈলের উদাহরণ দিয়ে তা বলে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রাথমিকভাবে যা প্রয়োজন সেই সমস্ত বিধান ও মূলনীতি এখানে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ছাড়া এ সুরার হুকুমগুলো

www.pathagar.com

পালন সম্ভব নয়। ২০-৩৯ রুকুতে খাদ্য, রক্তপণ, দান, রোজা, জিহাদ, হজ্জ, মদ, জুয়া, ইয়াতীম পালন, বিবাহ, তালাক, বিধবা, সুদ, সাক্ষী, চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। ৪০ রুকুতে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া বলে দেয়া হয়েছে।

৩। آل عمران আলে-ইমরান- ইমরানের বংশধর (The Family of Imran)

মাদানী, ২০ রুকু, ২০০ আয়াত

সূরাটি মদীনায় বদর যুদ্ধের পরবর্তীকালে নাযিল হয়। সূরাটির ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াত ও রিসালাতের জন্য হযরত আদম, নুহ, ইবরাহীম ও ইমরানের (আলাইহিমুস সালাম) বংশধর দিগকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ঘোষণা দিয়েছেন। সূরাটিতে প্রথমত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। আহলে কিতাবদের ভ্রান্ত আকীদা পরিত্যাগ করে একমাত্র সহজ সরল ও সত্য জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়েছে। মুসলমানদেরকে সর্বোত্তম সংস্কারক জাতি হিসেবে কিভাবে কাজ করতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সময় তাদের যে দুর্বলতা প্রদর্শিত হয়েছে তা সংশোধন করে ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। ধৈর্যধারণ, মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় করে চলাকেই সফলতার চাবিকাঠি বলা হয়েছে। ১-৩২ আয়াতে বদর যুদ্ধ পরবর্তী করণীয়, ৩৩-৭১ আয়াতে আহলে কিতাবদের ভুল সংশোধন, ৭২-১২০ আয়াতে মুসলিম বাহিনীর জন্য গুনাবলী ও ১২১-২০০ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দেয়া হয়েছে।

৪। النساء আন-নিসা- স্ত্রীলোক (The Women)

মাদানী, ২৪ রুকু, ১৭৬ আয়াত

সূরাটি মদীনায় হিজরতের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বছরে নাযিল হয়। সূরার প্রথম চারটি রুকুতে বিয়ে, তালাক, ফারায়েজ ও ইয়াতীম পালনের বিধান বলা হয়েছে। এই সূরায় মূলতঃ দু'টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। (এক) পারিবারিক বিষয়, ঝগড়া বিবাদ মিমাংসার পন্থা, দন্ড বিধি আইনের ভিত্তি স্থাপন, মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ ও

www.pathagar.com

আভ্যন্তরীণ জামায়াত গঠনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। (দুই) দূর্দান্ত অবাধ্য জাতি মুশরেক, ইহুদী ও মুনাফিকদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে তাদের সামগ্রিক মিশনে তায়াম্মুম ও যুদ্ধকালীন নামাজ আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। একমাত্র উন্নত ও নির্মল চরিত্র দিয়ে এ সংগ্রামে জয়লাভ সম্ভব সে কথা বলে দেয়া হয়েছে।

৫। المائدة আল মায়েদা- খাদ্য ভর্তিপাত্র (The Table Spread with food)

মাদানী, ১৬ রুকু, ১২০ আয়াত

সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে নাযিল হয়। সূরাটির ১১৪ নং আয়াতে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) আল্লাহর কাছে আসমান হতে একটি খাদ্য ভরা পাত্র (মায়েদা) নাযিল করার জন্য দোয়া করার কথা উল্লেখ আছে। সূরাটিতে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে (এক) মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের আরো বেশী বিধান, হজ্জের নিয়মকানুন, হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ, আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার, বিবাহ, প্রতিজ্ঞাভংগের কাফফারা (দুই) শাসক হবার কারণে ইনসাফ ও সুবিচার যাতে লংঘিত না হয় সেজন্য খোদার কিতাবকে যথাযথ অনুসরণ (তিন) ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্তনীতি পরিহার করে সত্য পথ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

৬। الأنعام আল-আনআ'ম- গৃহপালিত জন্তু (The Cattle)

মক্কী, ২০ রুকু, ১৬৫ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ দিকে হিজরতের এক বছর আগে কয়েক কিস্তিতে নাযিল হয়েছে। এই সূরায় সাতটি বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

(এক) শিরক উৎখাত করে তাওহীদকে গ্রহণ করে নেয়ার আহ্বান।

(দুই) আখিরাত বা পরকালের প্রতি মজবুত ঈমান আনার আহ্বান। দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, এর পর যে জীবন শুরু হবে তার শেষ হবে না তার বিবরণ।

(তিন) জাহেলী যুগের অন্ধ বিশ্বাস ও অমূলক ধারণার প্রতিবাদ।

www.pathagar.com

(চার) ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য নৈতিক মূলনীতি প্রশিক্ষণ।

(পাঁচ) ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী লোকদের প্রশ্ন ও আপত্তির জবাব।

(ছয়) দীর্ঘ সংগ্রাম করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথীদের বিজয় না হওয়ার জন্য যে মন ভাংগা অবস্থা হয়েছিল সে জন্য তাদের শান্তনা দান।

(সাত) ইসলাম বিরোধী ব্যক্তিদের আত্মহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুণ তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা ও সেই সাথে নসীহত করা।

৭। الاعراف আল-আ'রাফ- জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান (The Heights)

মাদানী, ২৪ রুকু, ২০৬ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ দিকে সূরাটি নাযিল হয়। সূরার ৪৮ আয়াতে আরাফবাসীগণ দোযখবাসীদের সাথে যে কথা বলবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই সুরাতে মূলতঃ আল্লাহ প্রেরিত নবী রাসূলগণের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। নবী রাসূলগণের আনুগত্য ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে কোন কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। সূরায় সতর্ক করে বলা হয়েছে অতীতে হযরত মুসা (আ.) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের সাথে যেমন বেআদবী করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে সে রকম আচরণ করবে না। নইলে অতীতের জাতি গুলোর মত ধ্বংস হয়ে যাবে। সূরার শেষ ভাগে হিকমতের সাথে দাওয়াত দেয়ার হেদায়েত দেয়া হয়েছে। বিরোধীপক্ষ যতই উত্তেজনা সৃষ্টি করুক সবর অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

৮। الانفال আল-আনফাল - যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (The Spoils of war)

মাদানী, ১০ রুকু, ৭৫ আয়াত

২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। ১ম আয়াতে আনফাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্যই তা বলে দেয়া হয়েছে। সূরাটিতে বদর যুদ্ধের ঘটনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুমিনদেরকে আরো অধিক পূর্ণত্ব লাভের

www.pathagar.com

জন্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিজয় তাদের বাহাদুরীর ফসল নয় বরং আল্লাহর সাহায্য ও তার প্রতি নির্ভরতা, আনুগত্য, বিশ্বাস ও শৃংখলা তাদের বিজয়ের কারণ। সংখ্যা নয় গুনাবলীই প্রধান। যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণের বিধান বলে দেয়া হয়েছে। বন্দী, যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সম্পর্কে এবং বন্দীদের প্রতি উপদেশাবলী এখানে বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারাও বলে দেয়া হয়েছে। যেসব নৈতিক গুণের কারণে ঈমানদারদের বিজয় দেয়া হয় তা বলে দেয়া হয়েছে।

৯। التوبة। আত-তাওবা- পাপের অনুশোচনা (The Repentance)

মাদানী, ১৬ রুকু, ১২৯ আয়াত

সূরাটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়। তাবুক যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার সময় ৭৩-১২৯ শেষ অংশ নাযিল হয়। বিসমিল্লাহ ছাড়াই এই সূরা নাযিল হয় বিধায় এতে বিসমিল্লাহ নেই। প্রথম আয়াতে মুশরিকদের সাথে চুক্তির সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে। কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করতে তাবুক যুদ্ধে যেতে দুর্বলতা দেখিয়ে যে অপরাধ করেছিল পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের অনুতাপের কারণে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছেন। শিরককে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করতে হবে এর কোন চিহ্ন রাখা যাবে না। আল্লাহর ঘর কাবা ঘরে কোন প্রকার শিরক যাতে হতে না পারে সেজন্য এর কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতেই থাকতে হবে। জাহেলিয়াতের সকল প্রকার রশম রেওয়াজ বর্জন করত এর কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতেই থাকতে হবে। জাহেলিয়াতের সকল প্রকার শিরক ও বিদআত খতম করতে হবে। ঈমান আনা না আনা তাদের ইচ্ছাধীন কিন্তু জোর করে মানব সমাজের উপর গোমরাহী বিধান চালাবার কোন এখতিয়ার নেই। জিজিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে হবে। মুনাফিকদের হাত থেকে ইসলামী সমাজকে বাঁচানোর জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের আখড়া সুয়াইলিমের ঘর ও মসজিদে যিরারকে অগ্নি সংযোগে ভষ্ম করে দেন। ইসলামের জন্য যে লোক জানমাল ও সময় উৎসর্গ করতে পশ্চাদপদ হবে তার ঈমান ঈমান বলে গণ্য হবে না।

www.pathagar.com

১০। يونس ইউনুস- ইউনুস নবী (The Prophet Yunus [Am])

মক্কী, ১১ রুকু, ১০৯ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ সময়ে নাযিল হয়েছে। সূরার ৯৮ নং আয়াতে হযরত ইউনুস (আ.) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এ বিশ্ব নিখিলের একমাত্র মালিক। এবাদত কেবল তারই করতে হবে, হুকুম কেবল তারই মানতে হবে। এ জীবনের পর আর এক জীবন আসবে যেখানে বর্তমান জীবনের সকল কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ দিতে হবে। যেখানে পুরস্কার অথবা শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমরা মান আর নাই মান এ কথা অকাট্য সত্য ও অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মেনে নেবার জন্য যে দাওয়াত দিয়েছেন তার আলোকে নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোল। তার দাওয়াত কবুল করলে পরিণাম হবে উত্তম, অন্যথায় পরিণাম হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

১১। هود হূদ- হূদ (আ.) একজন নবী (The Prophet Hud [Am])

মক্কী, ১০ রুকু, ১২৩ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সূরাটিতে ওয়াজ-নসিহতের পরিমাণ বেশী এবং সাবধানবাণী অত্যন্ত জোরালো ও বলিষ্ঠ। সূরার ৫৩ নং আয়াতে হযরত হূদ (আ.) এর কথা উল্লেখ আছে যেখানে তার জাতি আদ তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখান করেছে। এ সূরায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে, নানাভাবে বুঝানো হয়েছে, হুশিয়ারী সহ তাম্বিহ করা হয়েছে। বলা হয়েছে নবীর কথা মানো, শিরক পরিত্যাগ করো, কেবলমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব কর। অবকাশ দানকে দূর্বলতা মনে করলে ধ্বংশ হয়ে যাবে। যখন আযাবের মহাপ্লাবন এসে যায় তখন কে কার পুত্র তা দেখা হবে না। সূরাটি পড়লে মনে হয় এক মহা প্লাবনের বাঁধ এখনই ভেংগে পড়বে। যে জনতা এ মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে তাদেরকে শেষ বারের মত হুশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই হয়তবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বলেছিলেন "সূরা হূদ ও তার মর্ম বিষয়ক সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।"

www.pathagar.com

১২। يوسف ইউসুফ- হযরত ইউসুফ (আ.) (The Prophet Yusuf [Am])

মক্কী, ১২ রুকু, ১১১ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ সময়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে নাযিল হয়। সূরাটির নাম ও আলোচ্য বিষয় হযরত ইউসুফ (আ.) এবং তাকে কেন্দ্র করেই গোটা সূরার বর্ণনা। সূরার ৪ নং আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) এর স্বপ্নের ঘটনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সূরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াতের প্রমাণ পেশ করে এবং সেই সাথে যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে আচরণ করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জয়লাভ করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সেভাবে বিজয় লাভ করবেন। এ সূরা নিছক কাহিনী বর্ণনা নয় বরং প্রশ্নকারীদের জন্য বিরাট নিদর্শন। হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ (আ.) এর যে দ্বীন ছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাইগণ, ব্যবসায়ী কাফেলা, মিশর অধিপতি ও তার স্ত্রী, মিশর শহরের বেগমগণ ও মিসরীয় রাজন্যবর্গের ভূমিকা আর অন্য দিকে খোদার বন্দেগী ও পরকালীন হিসাব নিকাশের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তিতে হযরত ইউসুফ আঃ এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। উন্নত স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন একজন মর্দে মুমিন বুদ্ধি বিবেচনা ও নৈতিক শক্তির বলে গোটা দেশ জয় করতে পারে। সুন্দর কাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশ পেশ করা হয়েছে।

১৩। الرعد। সূরা আররা'দ- মেঘ গর্জন (Thunder)

মক্কী, ৬ রুকু, ৪৩ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়। সূরার ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে মেঘের গর্জন আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু পেশ করেছেন তাই সত্য। লোকেরা যদি তা না মানে তাহলে এটা তাদের ভুল, যা তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। কুফর একটা মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা। যে আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মৃত্যুর পর সকলকে পুর্নজীবিত করবেন। সত্যবাদী লোকেরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে আর মিথ্যাবাদীরা তাঁর আইন লংঘন করে। বিরোধীরা

www.pathagar.com

নবী রাসূলদের উপহাস করে থাকে এবং পরিণামে তারা ধ্বংস হয়। সত্য পন্থীদেরকে শান্তনা দান করা হয়েছে যারা বিরোধীতার মোকাবিলায় ক্লান্ত হয়ে আল্লাহর সাহায্যের জন্য উদগ্রীব ছিল। হকপথে চললে পিতামাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সহ জান্নাতে একসাথেই থাকতে পারবে। দীর্ঘ একযুগ দাওয়াত দিয়েও কাফেররা তা কবুল না করায় হতাশ হয়ে যাচ্ছিল কিছু মুমিন। তাদেরকে হতাশ না হওয়ার জন্য শান্তনা দেয়া হয়েছে।

১৪। ابراهيم ইবরাহীম- হযরত ইবরাহীম (আ.) (Ibrahim [Am])

মক্কী, ৬ রুকু, ৫২ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। এ সূরাটি ৩৫ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা শহরকে শান্তির শহর নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দেয়ার দোয়া করেন। প্রত্যেক জাতির হেদায়েতের জন্য তাদের নিজ ভাষায় নবীদের পাঠানো হয়েছে। এর পরও যারা নবীদেরকে অমান্য করেছিল ও বহিস্কার করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছিল এ সূরায় তাদের তিরষ্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোকাবিলায় কাফেরদের জিদ, হঠকারিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। আল্লাহ এদেরকে শক্তভাবে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। উপদেশ দেয়ার পরেও কাজ না হলে শক্ত ভয় দেখাতে হবে– সূরাটিতে তাই করা হয়েছে।

১৫। الحجر আলহিজর- প্রস্তরময় ভূমি (যেখানে সামুদ জাতি বাস করত) (The Rocky tract)

মক্কী, ৬ রুকু, ৯৯ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে সূরাটি নায়িল হয়। সূরার ৮০ নং আয়াতে হিজর অধিবাসীরা নবী রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল ফলে তারা একটা শব্দের আওয়াজেই ধ্বংস হয়ে গেছে। একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের বিরোধী লোকদের সতর্ক করা হয়েছে অন্যদিকে কঠিন ধমক দেয়ার মাঝে নসিহতও করা হয়েছে। আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনা তুলে ধরে

www.pathagar.com

মহা উপদেশ দেয়া হয়েছে। ইবলিসের গৌরব তাকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছে। কোন প্রকার ভয়ভীতি ও ক্ষতির চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দমাতে পারেনি। কওমে লুত ও আইকা অধিবাসীরা তাদের অপরাধের কারণে শেষ হয়ে গেছে। তাই নাজাত পেতে হলে সারাজীবন আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। কঠোর ধমকের মাঝেও নসীহতে কমতি করা হয়নি।

১৬। النحل আন্ নাহল - মৌমাছি (The bee)

মক্কী, ১৬ রুকু, ১২৮ আয়াত

মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সূরার ৬৮ নং আয়াতে মৌমাছিকে পাহাড়ে, গাছে ও লতা-পাতায় চাক নির্মাণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মক্কার কাফেরগণ 'আযাব কেন আসছে না' প্রশ্ন করলে জবাবে বলা হয়েছে, যে অবসর টুকু পাচ্ছ তাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা কর, এসে গেলে তো সব শেষ হয়ে যাবে। এ প্রসংগে সকল প্রকার শিরকই বাতিল এবং তাওহীদকেই একমাত্র সত্য বলে ঘোষনা দেয়া হয়েছে। বাতিলের সাথে সম্পর্ক রেখে মহাসত্যের বিরুদ্ধে কাজ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। আল্লাহকে রব মেনে তা আকীদা, আমল, আখলাকে প্রতিফলন করতে হবে। এ সূরায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের সাহস দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ.) এর মত ঈমান ও দৃঢ়তা নিয়ে এগুতে হবে। নবীর ডাকে সাড়া না দেয়াও হকের বিরোধীতা করার বিরুদ্ধে কঠোর ভয় দেখানো হয়েছে। অপরদিকে নবীর সাহাবীগনের মনে সাহস দেয়া হয়েছে।

১৭। بنى اسرائيل বনি ইসরাঈল- হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর (The children of Israel)

মক্কী, ১২ রুকু, ১১১ আয়াত

মিরাজের সময় সূরাটি নাযিল হয়। এতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবার বছর খানেক পূর্বে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। সূরার ৪ নং আয়াতে বনি ইসরাঈলকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির ব্যাপারে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরাতে মূলত মানব জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অতীতে বনি ইসরাঈল ও অন্যান্য জাতির মত তোমরাও যদি সংশোধনের সুযোগ হারিয়ে ফেল তবে মর্মান্তিক আযাবের সম্মুখীন হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শের উপর অটল থাকতে ও কোন প্রকার আপোষ ও সন্ধি সমঝোতার চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মিরাজ উপলক্ষ্যেই সর্বপ্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান চালু ও মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিতামাতার হক আদায়, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল সম্পর্ক, ইয়াতীমের সংরক্ষণ, ব্যাভিচারের রাস্তা বন্ধ, ওজনে কমবেশী না করা ও ওয়াদা রক্ষা, গীবত না হওয়া প্রভৃতি যা ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত এবং যা সমাজ জীবন গঠনের মৌলিক বিষয় তা এ সূরাতে আলোচিত হয়েছে।

১৮। الكهف। আল-কাহাফ - গুহা (The Cave)

মক্কী, ১২ রুকু, ১১০ আয়াত

মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ৫ম হতে ১০ম নবুয়াতের বছরে নাযিল হয় যখন অত্যাচার নির্যাতন চলছিল। ৯নং আয়াতে গর্তের অধিবাসীদের (আস্‌হাবে কাহাফ) কাহিনী উল্লেখ করে ঈমানদার লোকদের ঈমান বাঁচানোর জন্য সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি করার কথা বলে দেয়া হয়েছে। সূরাটিতে কাফেরদের উত্থাপিত আসহাবে কাহাফ, খিজির (আ.) ও যুলকারনাইন সংক্রান্ত তিনটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তিনটি ঘটনাই খৃষ্টানদের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তায়ালা তিনটি জবাবই শুধু বলে দিলেন না বরং ঘটনার প্রয়োগও করে দিলেন। আসহাবে কাহাফের দীর্ঘকাল মৃত্যুর মহানিদ্রার পর জাগ্রত করা আখেরাতের পূনর্জীবন করারই প্রমাণ। যালেমের সাথে আপোষ নয় পরকালের চিরন্তন কল্যাণের চেষ্টা করা কর্তব্য। খিজির (আ.) ও হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা বাহ্যত খারাপ হলেও শেষ পরিণতি কল্যাণময় হয়। যুলকারনাইন এর ঘটনায় বলা হয়েছে তোমরা অল্প শক্তি ও ক্ষমতা পেয়েই ফুলে ফেঁপে উঠছ অথচ যুলকার নাইন সর্বাধিক সুরক্ষিত প্রাচীর পেয়েও আল্লাহর উপর ভরসা করে গেছে। সূরায় তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়- (১) বিরোধীদেরকে ভয় দেখানো (২) ঈমানদারদেরকে সাহস ও সবরের উপদেশ এবং (৩) সকল মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান।

www.pathagar.com

১৯। مريم মরিয়ম- হযরত মরিয়ম (Mary)

মক্কী, ৬ রুকু, ৯৮ আয়াত

সূরাটি হাবসায় হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে নাযিল হয়। ১৬ নং আয়াতে হযরত মরিয়মের উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া হয়েছে যে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল (هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ)। সূরায় বলা হয়েছে মজলুম মুসলমানদের কল্যাণের ব্যাপারে কোন আপোষ সমঝোতা বা দূর্বলতা দেখানো যাবে না। হাবসার বাদশাহ নাজ্জাসীর দরবারে এ সূরাটি হযরত জাফর (রা.) পাঠ করে শুনান এবং ঈসা (আ.) খোদার পুত্র এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সূরায় হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ঈসা (আ.) ও ইবরাহীম (আ.) এর ঘটনা শুনানো হয়েছে। তোমাদের জাতির পিতা ও অগ্রনেতা যেমন করে দেশ থেকে বহিস্কৃত হয়েও ধ্বংস হন নি বরং উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছেন তোমাদের পরিণামও তেমনি কল্যাণময় হবে ভয় নাই। পূর্ববর্তী রাসূল চলে যাবার পর জাতি বিপথগামী হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে তোমরাই সফল হবে। মজলুম অবস্থায় দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়েও দাওয়াতী কাজ করা ইয়াহইয়া (আ.), ইবরাহীম (আ.), ঈসা (আ.) তিন জনই এর উদাহরণ। দুশমনদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) ও তার অনুসারীরা এ কাজে সফল হবে।

২০। طه ত্ব-হা- হুরুফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ (Mystic Letters T.H.)

মক্কী, ৮ রুকু, ১৩৫ আয়াত

সূরাটি মক্কায় ঐ সময় নাযিল হয় যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত সংঘটিত হয় এবং তা হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই। এ সুরা পাঠ করেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। কুরআন মানুষকে বিপদে ফেলার জন্য নাযিল হয়নি, মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য নাযিল হয়েছে। সুরায় এ কুরআনকে একটি স্মারক বলা হয়েছে। যার দিলে আল্লাহর ভয় আছে সে সোজা পথ অবলম্বন করবে। কুরআন থেকে বিমুখ থাকলে দুনিয়ায় অশান্তি হবে ও আখেরাতে অন্ধ হয়ে উঠতে হবে। হযরত মুসা (আ.) এর ঘটনা সহসা বর্ণনা করে জানানো হয়েছে যে, ঢোল শহরত করে নবী নিয়োগ হয় না, আল্লাহর পছন্দ মোতাবেকই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তাওহীদ ও আখেরাত শিক্ষা দিয়ে, লোক লস্কর ছাড়াই হযরত মুসা (আ.) কে একা ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিতে বলেন। ফেরাউন সকল প্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করেও ধ্বংস হয়েছে আর মুসা (আ.) জয় লাভ করেছেন। শিরক এর বিরুদ্ধে অভিযান কিছুমাত্র নতুন ঘটনা নয়। সব যুগে নবী রাসূলগণ (আ.) এর বিরোধীতা করে গেছেন। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমাদেরই লাভ, না করলে তোমাদেরই চরম ক্ষতি। হযরত আদম (আ.) এর মত ভুল বুঝতে পারলে অকপটে তওবা করা উচিৎ। সত্য অমান্যকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা, অবকাশ দাও। নামাজের মাধ্যমে ধৈর্য, সহনশীলতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় খুশী থাকার গুণ অর্জন করতে হবে।

২১। الانبياء আল আম্বিয়া- নবীগণ (The Prophets)

মক্কী, ৭ রুকু, ১১২ আয়াত

এই সূরায় 'আম্বিয়া' শব্দটি নবী শব্দের বহুবচন। এতে বেশ কিছু নবীর উল্লেখ আছে। শুধু পরিচয়ের একটি চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসুল এসেছিলেন তারা সকলেই মানুষ ছিলেন। তাদের অভাব ছিল, অভাব পূরণের জন্য সাহায্য আল্লাহর নিকট চাইতেন, বিপদ মসীবত তাদের উপর এসেছিল এবং তাদের সকলের দ্বীন একই ছিল। দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব এক দিন দিতে হবে, শুধু খেলাধুলা মনে করলে ভূল হবে। বিচার অবশ্যই হবে। বিচার অবশ্যই সত্য, সত্য বিজয় লাভ করবে। শিরক মানুষকে ধবংস করে, তাওহীদ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর তাওহীদ বিজয় লাভ করে শিরক এর উপরে। আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে সাহায্য করেছেন সব সময়। মানুষের মুক্তি একান্ত ভাবেই নির্ভর করে দ্বীন অনুসরণের উপর।

২২। الحج আল হাজ্জ- হজ্জ (The Pilgrimage)

মাদানী, ১০ রুকু, ৭৮ আয়াত

মক্কী জীবনের আলামত কিছু থাকলেও সূরাটি মাদানী। ৭৮ আয়াতের মধ্যে ৫৪টিই মাদানী। ২৭ নং আয়াতে আল্লাহর ঘরে মানুষ যাতে সাধারণভাবে হজ্জ

www.pathagar.com

করতে আসতে পারে তার ঘোষনা দেয়া হয়েছে। এ সূরায় মুশরিক, দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমান ও খাঁটি মুসলমান এ তিন ধরণের লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। মুশরিকদের মুর্তির কোন শক্তি সামর্থ নেই। তাকে খোদা মনে করা আর নিজেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া একই কথা। সেই জন্য মহাশক্তিশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। দ্বিধাগ্রস্তদের বলা হয়েছে ঝুঁকি আসলে বিপদ মনে করে পালালেও ভাগ্যের লিখন থেকে পালাতে পারবেনা। মুসলমানদের বলে দেয়া হয়েছে আল্লাহর ঘর সকলের জন্য, এখানে শিরক থাকতে পারবে না। সেই সাথে অত্যাচারের জবাবে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। শাসন ক্ষমতায় গেলে নামায, যাকাত সহ যে সব ভাল কর্মসূচী তা চালু করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের টার্গেট বানানোর ইংগিত দেয়া হয়েছে।

২৩। المؤمنون আল মুমেনূন- বিশ্বাসীগণ (The Believers)

মক্কী, ৬ রুকু, ১১৮ আয়াত

মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ আনুগত্য করাকে সূরার কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। প্রথম আয়াতে মুমেনগণ সফল হয়েছে বলে দেয়া হয়েছে। তোমাদের নিজস্ব সত্তা এবং বিশ্ব ব্যবস্থা প্রমাণ করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত সত্য। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা সমস্ত নবী রাসুলদের শিক্ষা একই শিক্ষা। তার দেখানো একমাত্র দ্বীন ছাড়া আর সকল দ্বীনই মনগড়া। দ্বীনের বিরোধিতার হোতা ছিল সরকারের ক্ষমতাশীন বড় বড় ব্যক্তিগণ। সৃষ্টি জগতের সকলেই সাক্ষী দিচ্ছে তাওহীদ ও আখেরাতের। নবীগণের জীবন থেকেও এ শিক্ষা পাওয়া যায়। নবীদের বিরোধীরা জাহেল ছিল। তোমরাও কি জাহেল হবে? দুর্ভিক্ষ দেখে তোমাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ। অন্যথায় কঠিন শাস্তির সময় কেউ রক্ষা করবেনা। বিশ্বে অবস্থিত অসংখ্য নিদর্শন প্রমাণ করে মৃত্যু পরবর্তী মহাসত্য জীবন আছে।

হযরত নূহ (আ.), মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) কে যেভাবে লোকেরা উপহাস করে ছিল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একই কায়দায়

www.pathagar.com

উপহাস করার চেষ্টা করেছে। শেষ দিকে বলা হয়েছে বিরোধীরা যত খারাপ আচরণই করুক না কেন তা ভাল পন্থায় প্রতিরোধ করতে হবে। শয়তান থেকে সতর্ক থাকতে হবে। দুনিয়ার সকল বিষয়েই আখেরাতে শক্তভাবে হিসাব দিতে হবে তার ভয় দেখানো হয়েছে।

২৪। النور আননুর- আলো (Light)

মাদানী, ৯ রুকু, ৬৪ আয়াত

৬ষ্ঠ হিজরীতে বনুমুস্তালিকের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ শেষে সূরাটি নাযিল হয়। ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহকে আসমান যমীনের তথা সৃষ্টি লোকের নুর বলা হয়েছে। মানবজীবনের সংশোধন ও পূর্ণগঠিনের জন্য এ সূরা নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। ব্যভিচারকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করে তার শাস্তি একশত কোড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) এর উপর মিথ্য অপবাদের সমালোচনা করে মিথ্যা দোষারোপের (ইফক) পথ বন্ধ করা হয়েছে। পারস্পরিক ভাল ধারণা হবে মুসলিম সমাজের ভিত্তি। অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ না করা ও চক্ষু নীচে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নারীদের মুহাররাম পুরুষ ছাড়া সকলের সাথে পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিবাহ দেয়া কাজকে উৎসাহিত করা, বেশ্যা বৃত্তিকে বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। সকাল, দুপুর ও রাত্রিকালে সন্তানদেরকও অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। বার্ধক্য অবস্থায় যদি তারা মাথায় কাপড় দেয় তবে তা ভালোই হবে। বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়ীতে কিছু খেলে অন্ধ, পংগু, রুগ্ন ব্যক্তিদের পাকড়াও করা হবেনা। নিকটাত্মীয়ের জিনিস ব্যবহারের কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েয়ছে।

২৫। الفرقان আলফুরকান-সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (The Criterion)

মক্কী, ৬ রুকু, ৭৭ আয়াত

মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়। ১ম আয়াতে বলা হয় যে, আল-কুরআন হচ্ছে ফুরকান বা সত্য মিথ্যার মাপকাঠি। মক্কার কাফেরদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে ও রাসূলের বিরোধিতা করার মন্দ

www.pathagar.com

ফলাফলের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তৈরী লোক ও সাধারণ আরব লোকদের চরিত্র দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাদের দাওয়াতে সাড়া দেয়া উচিৎ। ভালোকে ভালো মনে করতে বাধ্য- আল্লাহ প্রদত্ত এই মহান মানদন্ড অনুযায়ী যারা সত্য মিথ্যা পরখ করে নিবে তারাই হবে কামিয়াব। আর যারা তা অনুসরণ করবেনা তারা চরম দুঃখের মধ্যে নিপতিত হবে। দিন রাত্রি, জীবন মৃত্যু, আলো আঁধার তথা আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির আবর্তন শিক্ষা দেয় আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবান, তার বিধানই মেনে চলা উচিত। নৈতিক মান দেখে কিছু মন্দ লোক ছাড়া আরববাসী দলে দলে রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল।

২৬। الشعراء। আশশুয়ারা- কবিগণ (The Poets)

মক্কী, ১১ রুকু, ২২৭ আয়াত

মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়। ২২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের পিছনে চলে। মক্কার কাফেরগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কবি ও গনক বলে এবং ইসলামকে গরীব অসহায় ও গুরুত্বহীন ব্যক্তিদের দ্বীন মনে করে অবহেলা করত। এদের হেদায়াতের ব্যাপারে পেরেশান হবে না। তাদেরকে বুঝালেও তারা বুঝবে না। আল্লাহর যমীনে অসংখ্য নিদর্শন তারা দেখছে। একটানা দশটি রুকুতে ফেরাউন, আদ, সামুদ, নূহ (আ.) এর কওম, লুত (আ.) এর কওম,ও আইকাবাসী সহ সাতটি জাতির অতীত পরিণতি তারা দেখেছে। এরপরও তারা নিদর্শন দেখতে চায় ? আল্লাহ মহাশক্তিশালী আবার মহাদয়াবানও। ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিগুলো দেখে শিক্ষা নাও। এই কুরআনের সাথে গনতকারী ও কবিত্বের দূরতম ও কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা এ কালামের উপর যুলুম করছ– যালেমদের মত তোমাদের পরিণতি অপেক্ষা করছে।

২৭। النمل। আন-নমল- পিঁপড়া (The Ant)

মক্কী, ৭ রুকু, ৯৩ আয়াত

মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে অবতীর্ণ হয়। ১৮ নং আয়াতে সুলাইমান (আ.) তার সেনাবাহিনীসহ পিঁপিলিকার প্রান্তরে পৌছার কথা আছে। দুটি বিষয় সূরাতে

www.pathagar.com

উল্লেখ হয়েছে। প্রথমতঃ কেবল তারাই কুরআনের পথ গ্রহণ করতে পারে যারা এর উপর বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয়তঃ কাফেরগণ দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। সৃষ্টি জগতের উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা। এ পর্যায়ে তিনটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। প্রথম উদাহরণ ফেরাউন, সামুদ ও লুত জাতি বিরোধিতায় এতদুর পর্যন্ত গিয়েছিল যে ধ্বংস হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের হুশ হয়নি। দ্বিতীয় উদাহরণ হযরত সোলায়মান (আ.) এত সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্বেও আল্লাহর নিকট সব সময় মাথা নত করে থাকতেন। তৃতীয় উদাহরণ আরবের মুশরিকদের চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ সহায় সম্পদ থাকা সত্বেও সাবার সম্রাজ্ঞী প্রকৃত সত্য গ্রহণ করতে তার সামনে কোন বাধাই টিকল না। লালসার দাসত্ব ও নফসের গোলামী কোনটাই তাকে আক্রান্ত করতে পারেনি। মক্কার কাফেরদের পরকাল অস্বীকৃতিই তাদেরকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছিল। আখেরাতের জীবন স্বীকার করার মধ্যেই কল্যাণ। চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগে সাবধান হও। ফয়সালা এসে গেলে তখন মেনে নেয়ায় কোন ফলই পাওয়া যাবে না। দাওয়াত কবুল করলে তোমাদেরই লাভ, না করলে তোমাদেরই ক্ষতি।

২৮। القصص। আলকাসাস- কাহিনী (The History)

মক্কী, ৯ রুকু, ৮৮ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়েই নাযিল হয়েছে। ২৫ নং আয়াতে মুসা (আ.) ও তার কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা শুয়ারা, নমল ও কাসাস এক সাথে মিলিত করে পাঠ করলে মুসা (আ.) সংক্রান্ত কাহিনীটির পূর্ণতা বুঝা যায়। এ সূরায় ঈমান না আনার ওজর আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের ঘরে লালিত পালিত হয়ে প্রাথমিক জীবন খুবই সাধারণ ও অসহায়রূপে অতিবাহিত করে হযরত মুসা (আ.) পথ চলা অবস্থায় নবুয়ত লাভ করেন। মুসা (আ.) এর মত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিদর্শন দাবী করছে অথচ নিদর্শন দেখে কি তারা হেদায়াত লাভ করেছে? নফসের লালসা বৃত্তি পরিহার না করলে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে না। বাইরের কিছু খৃষ্টান কুরআন শুনে হেদায়াত লাভ

www.pathagar.com

করল, কিন্তু ঘরের পাশের আবু জাহেল হেদায়েত পেল না। আসল কথা তাদের ভোগবাদী কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে সে কারণেই তারা ইসলাম গ্রহণ করছে না। কায়েমী স্বার্থই ঈমানের পথে আসল বাধা- এ সবের চিকিৎসা এ সূরায় দেয়া হয়েছে।

২৯। العنكبوت। আল আনকাবুত- মাকড়সা (The Spider)

মক্কী, ৭ রুকু, ৬৯ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের হাবসায় হিজরতকালীন সময়ে নাযিল হয়। ঈমানকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জিনিস, এ মূল কথা সূরাতে বলা হয়েছে। ৪১ নং আয়াতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠপোষকধারীদের অবস্থা মাকড়সার ঘরের মত দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যের বিরোধীরা চিরকালই মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। পিতামাতা সন্তানদেরকে দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য চাপ দিলে তার জবাব এতে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের যত গুনাহ হবে- সব আমাদের মাথায় থাকল, তোমরা ফিরে এস'- কাফেরদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে। অতীতের সকল নবী রাসূলগণকে দীর্ঘ দিন যাবৎ কি সব বিপদ মসীবত মুকাবিলা করতে হয়েছে- তা বলা হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যই এসেছে। নির্যাতন যদি অসহনীয় হয় তবে ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে ঘরবাড়ী ত্যাগ করে চলে যাও যেখানে ঈমান বাঁচানো যাবে। আল্লাহর এই দুনিয়া বিশাল। বিশ্ব নিদর্শন দিয়ে শিরক এর প্রতিবাদ করে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

৩০। الروم। আররুম- রোম সম্রাজ্য (The Roman Empire)

মক্কী, ৬ রুকু, ৬০ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে ও এর ভবিষ্যৎ বাণী পূরণ হয়েছে। একটি হল রোমের পরাজয়ের পর নয় বছরের মধ্যে আবার জয়লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি রোম যখন জয়লাভ করবে তখন মুসলমানদের দুর্দিন দূর হয়ে আনন্দ করার সুযোগ পাবে। ১ম আয়াতে রোমানরা পরাজিত হবার কথা এবং সেই সাথে কয়েক বছরের মধ্যে ইসলাম বিজয়ী হবে তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অতীতে দুটি বড় রাষ্ট্রশক্তি রোমান ও ফারসিয়ানদের যুদ্ধের ফলে যে মহা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা শিরক এর ফলেই হয়েছিল। ইতিহাসে যে সব জাতি চরম বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হয়েছে তারা সকলেই মোশরেক ছিল। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করার জন্য ঈমান ও আখেরাতের ধারণা একান্তই প্রয়োজনীয়। তারই আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আখেরাতের ঈমানের ভিত্তিতেই দেশ, জাতি, সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। মৃত জমিন বৃষ্টি ধারায় যেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠে তেমনি ওহীও নবুয়াত মৃত মানবতার পক্ষে এক মহান রহমাত যার সাহায্যে জীবনের মহা কল্যাণ সাধিত হয়। নবুয়াতের এ রহমাত গ্রহণ করে আরবের মরা জমিন সবুজ শ্যামল শোভামন্ডিত হয়। ওহীর এ কল্যাণ গ্রহণ না করলে মহা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই সূরাটি মুজাহিদদের অনুপ্রেরণা দেয়।

৩১। لقمان লুকমান- লুকমান হাকীম (Luqman)

মক্কী, ৪ রুকু, ৩৪ আয়াত

সুরাটি মক্কী জীবনে বিরোধিতার প্রথম ভাগেই নাযিল হয়। লুকমান হচ্ছে হযরত আইউব (আ.) এর ভাগিনা, হযরত দাউদ (আ.) এর শিষ্য, ও একজন বিজ্ঞ ওলী (The Wise)। ১২ নং আয়াতে লুকমান হাকীম তার পুত্রকে যে মূল্যবান নসীহত করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। সূরায় শিরক যে একটি অর্থহীন ও অযৌক্তিক ভিত্তিহীন ব্যাপার সে কথা বলা হয়েছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত নতুন কোন জিনিষ নয়। অতীতে বুদ্ধিমান লোকেরা এ কথাই বলে গেছেন। তোমাদের দেশের লোক মহাজ্ঞানী লুকমান হাকীমও এসব আকীদা ও নৈতিক শিক্ষার প্রচার করে গেছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সকল বস্তু এবং তোমার নিজের আত্মসত্তা তাওহীদের সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে।

৩২। السجدة। আসসাজদা (The Adoration)

মক্কী, ৩ রুকু, ৩০ আয়াত

সুরাটি মক্কার মধ্যবর্তী সময়ের প্রাথমিক কালে নাযিল হয়। সূরার ১৫ নং আয়াতে ঈমানদার লোকেরা অহংকারের পরিবর্তে সিজদাবনত হয় এবং হামদ সহকারে তসবীহ করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাটিতে আল্লাহই একমাত্র মাবুদ,

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং মাটির সংগে মিশে যাবার পরেও আল্লাহ সকলকে পুনরুজ্জীবিত করে হিসেব নিকেশ নেয়ার কথা খুব জোরে শোরে ঘোষণা করেছে। আসমান যমীনের ব্যবস্থাপনা ও তোমাদের সৃষ্টি ঐ কথারই প্রমাণ দেয়। মানুষের অপরাধের ব্যাপারে ছোটখাট সতর্কবাণী স্বরূপ হালকা আঘাত দেয়া হয়। আল্লাহর কিতাব হযরত মুসা (আ.) সহ পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের উপরও নাযিল হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমরা গালাগালি, ঠাট্টা বিদ্রুপ করছ? বিদেশ সফরকালে পুরাতন জাতিদের ধ্বংসস্তুপ লক্ষ্য কর না? বৃষ্টি পেলেই শুষ্ক জমীন যেমন উর্বরতায় জেগে উঠে আখেরাতেও মানুষ এভাবেই জেগে উঠবে এবং হিসাব দিতে হবে। চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগেই মেনে নাও। কুরআনের কথা মেনে নিলে তোমাদের পরিণাম সুখের হবে।

৩৩। لاحزاب। আল আহযাব- দলসমূহ (The confederates)

মাদানী, ৯ রুকু, ৭৩ আয়াত

সূরাটি ৫ম হিজরীতে নাযিল হয়। ২০ নং আয়াতে কিছু লোক মনে করে আহযাব যুদ্ধের আক্রমণকারী দল এখনও চলে যায় নি- ফলে তারা ভীত হয়ে যায়। প্রথমে এ সূরায় জাহেলিয়াতের অমূলক ধারণা ও বদ রসমের অবসান ঘটানো হয়েছে। আহযাব ও বনী কুরায়যা যুদ্ধের পর্যালোচনা করা হয়েছে। অভাব অনটনের সময় রাসূলের স্ত্রীগণকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার আনন্দ স্ফুর্তি চাকচিক্য এবং আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরকালীন সুখ সম্পদ- এ দুটোর যে কোন একটা বাছাই করে নিতে বলেছেন। আর জাহেলী যুগের ব্যবস্থা পরিহার করতে হবে পর্দা ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। যয়নব (রা.) এর সাথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবাহের কথা বলা হয়েছে। তালাক সংক্রান্ত বিধান বলা হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে সাধারণ আইন হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে পর পুরুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ। নবীর স্ত্রীগণ সাধারণ মুসলমানদের মায়ের মত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে নানা প্রশ্নের

www.pathagar.com

জবাব দেয়া হয়েছে। মহিলাগণ ঘরের বাইরে পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে ঘোমটা দিয়ে বের হবে। কাফেরদের কানাঘুষা (Whispering Campeign) ও গুজব ছড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৩৪। سبا সাবা- সাবা শহর (The City of Saba)

মক্কী, ৬ রুকু, ৫৪ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ের প্রথম দিকে নাযিল হয়। সূরার ১৫ নং আয়াতে সাবা জাতির বসবাসের জায়গায় একটি চিহ্ন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্য সব সময় আপন শক্তিতে ভাস্বর। মানুষের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ধ্বংসশীল কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা সর্ববিজয়ী। এ সূরায় কাফেরদের হঠকারিতার মারাত্মক পরিণতির কথা বলা হয়েছে এবং তাদের মন জয় করার যুক্তি দেয়া হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) আত্মগৌরবে নিমজ্জিত হননি। তারা শোকরগুজার বান্দাহ্ হিসেবে জীবন যাপন করেছেন। অন্যদিকে সাবা জাতি নেয়ামত পেয়ে অহংকারে ফেটে পড়ল, ফলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল, শুধু কাহিনী হয়েই থাকল। ঘটনা থেকে বিবেচনা কর মোমিন হিসেবে জীবন যাপন করা ভাল না কুফরী করে জীবন যাপন করা ভাল?

৩৫। فاطر ফাতির- সৃষ্টিকারী (The originator of creation)

মক্কী, ৫ রুকু, ৪৫ আয়াত

ملائكة মালায়েকা- (ফেরেশতা, The Angels) সূরাটির অন্য একটি নাম। মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে সূরাটি নাযিল হয় যখন ইসলামের দাওয়াত কে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য কাফেরগণ নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করছিল।

১ নং আয়াতে বলা হয়েছে প্রশংসা তো তারই যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। সূরায় বলা হয়েছে নবীদের দাওয়াতকে বিরোধিতা মানে তাদের নিজেদের বিরূদ্ধে ধ্বংসের জন্য কাজ করা। রাত দিনের পুনরাবৃত্তি, এক ফোটা পানি হতে মানুষের সৃষ্টি এগুলো তাওহীদ ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাল মন্দের পরিণাম কি একই হবে? এগুলো বুঝানো নবীর দায়িত্ব, তিনি

www.pathagar.com

বুঝিয়েছেন। এগুলো বিশ্বাস না করলে নবীর ক্ষতি নেই, ক্ষতি তোমাদেরই। ওদের অবাঞ্ছিত আচরণে দুঃখিত হবার কারণ নেই। যারা কথা শুনতে প্রস্তুত তাদের শুনাও। যারা শুনতে চায় না তাদের জন্য দুঃখ করে নিজেকে ধ্বংস করবে না।

৩৬। يس ইয়া-সীন- ইয়াসীন (Abbreviated Letters)

মক্কী, ৫ রুকু, ৮৩ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ের শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। কুরআন শরীফের এ সূরাটি মৃত্যুর সময় মানুষকে পাঠ করে শুনানোর কথা বলা হয়েছে। সুরায় কাফেরদের তাওহীদ ও আখেরাতকে অস্বীকার করাকে বার বার যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে জোরালোভাবে সতর্ক করে ভয় দেখানো হয়েছে। প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক বুদ্ধি দিয়ে তাওহীদকে এবং প্রাকৃতিক নিদর্শন, বিবেক-বুদ্ধি ও মানুষের নিজের অস্তিত্ব দিয়ে অখেরাতকে বুঝানো হয়েছে। নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্য নবীগণ এ দাওয়াত সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে (দুনিয়ার কোন মজুরী ছাড়াই) পেশ করেছেন। দাওয়াত কবুল করলে মানুষের নিজেরই কল্যাণ। শাসণ বাণী, তিরস্কার ও সাবধানীকরণের কথাগুলো বার বার বলা হয়েছে। সূরাটিকে কুরআনের জীবন্ত দিল বলা হয়েছে যেখানে বলিষ্ঠভাবে দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। যাদের সত্য কবুল করার সামান্য যোগ্যতা আছে তারা যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। সূরাটিতে আখেরাতের চিত্র স্পষ্ট করে তুল ধরা হয়েছে।

৩৭। الصفات আসসাফফাত- কাতারবদ্ধ (Those Ranged in ranks)

মক্কী, ৫ রুকু, ১৮২ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ের শেষভাগে নাযিল হয়। বাতিল পন্থীরা আপাতত বিজয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে। ১ নং আয়াতে কাতার বেঁধে সারিবদ্ধদের শপথ করা হয়েছে। সূরায় মক্কার কাফেরদেরকে জোরদার ভাষায় ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে তোমরা যাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছ অতিশীঘ্রই সে নবী তোমাদের উপর জয়ী হবেন এবং তোমাদের নিজেদের ঘরের আংগিনায়

www.pathagar.com

আল্লাহর সেনাবাহিনীকে দেখতে পাবে। এ এমন সময় বলা হয়েছে যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ৫০/৬০ জন অসহায় সাহাবী ছাড়া বাকী সব সাহাবী দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে যখন বিজয়ের সামান্য কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। কাফেররা মনে করত এ আন্দোলন মক্কার পর্বত গুহায় দাফন হয়ে যাবে। ১৫ বছরের ব্যবধানে আল্লাহ তার দ্বীনের বিজয়কে সত্যে পরিণত করলেন। মুশরিকদের বিরোধিতা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের। আল্লাহ তার বান্দাহদের সম্মানিত করেন আর অমান্যকারীদের শাস্তি দেন। তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার ঘটনার শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর জন্য সবকিছু কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে মাত্র ১৫ বছর পরই মুসলমানরা জয়লাভ করে।

৩৮। ص সদ- বিচ্ছিন্ন বর্ণ (Abbreviated letter)

মক্কী, ৫ রুকু, ৮৮ আয়াত

সময় নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে বলে বুঝা যায়। হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায় আবু তালিবের শেষ রোগের সময় ২৫ জন কুরাইশ সরদার আবু তালিবকে দিয়ে আপোষের মাধ্যমে তার ভাতিজার দাওয়াত বন্ধ করতে চায়। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন আমি এমন এক কালেমার দাওয়াত দিচ্ছি যা মেনে নিলে সমস্ত আরব ও অনারব এদের অধীন হয়ে যাবে। কাফেরগণ অহংকার ও হিংসায় মগ্ন থাকার দরুণ ইসলাম গ্রহণ করে নি। তোমরা আজ যাকে ঠাট্টা করছ শীঘ্রই সে বিজয়ী হবে এবং তোমাদেরকে তাকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। সূরায় নয়জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাঁরা আখেরাতের জবাবদিহির মনোভাব নিয়ে কাজ করেছেন। যাদেরকে আজ হীন ও নীচ মনে করা হচ্ছে দেখবে তারা কেউ জাহান্নামে যায় নি বরং যারা তাদের বিরোধিতা করেছে তারা নিজেরাই জাহান্নামে গ্রেফতার হয়ে যাবে। শয়তান অহংকার করে নিজেকে ধ্বংস করেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে তোমরা নিজেরা অহংকার করলে পরিণতি একই হবে। অতএব সময় থাকতেই মেনে নাও।

www.pathagar.com

৩৯। الزمر যুমার - দলে দলে (The Crowds)

মক্কী, ৮ রুকু, ৭৫ আয়াত

সূরাটি আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বেই নাযিল হয়েছে। সূরার ৭১ ও ৭৩ আয়াতে দলে দলে কিছু লোক দোযখে ও দলে দলে কিছু লোক জান্নাতে যাবে, সেকথা বলা হয়েছে। সূরায় কোরাইশদের সাধারণ লোকদের লক্ষ্য করে নসিহত করা হয়েছে। ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠার সাথে এক খোদার ইবাদত করা এবং শিরক এর ভয়াবহ পরিণতি হতে নিজেকে রক্ষা করার আহবান জানানো হয়েছে। খোদার বিধান মেনে চলা যদি কোন স্থানে অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে আল্লাহর যমীন তো বেশ প্রশস্ত। দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজতের জন্য স্থান পরিবর্তন করতে পার। কাফেররা অত্যাচার চালিয়ে জনগণকে ঈমান থেকে ফিরাতে পারবে না। আল্লাহর পৃথিবীতে ঈমান বাঁচানোর পরিবেশে গিয়ে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

৪০। المؤمن আল মুমেন- বিশ্বাসী (The Believer)

মক্কী, ৯ রুকু, ৭৫ আয়াত

সূরাটি সূরা যুমার-এর পর সংগে সংগেই নাযিল হয় তাই এটি মক্কী সূরা। কাফেরদের পক্ষ থেকে দু'ধরনের বিরোধীতা দেখা যায় এক, তর্ক বিতর্ক করা, আর একটা হল হত্যা করা। ইসলামের দুষমনরা 'আল্লাহই আমার রব' একথা বলার অপরাধে হত্যা করত। এ চেষ্টা ফেরাউন করেছিল। অত্যাচার যত বড়ই হোক আল্লাহর সাহায্য তার মোকাবিলায় যথেষ্ট। এক বিরাট সংখ্যক লোক তামাশা দেখছিল। তাদেরকে বলা হল দিল মরে গিয়ে না থাকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই লোকের মত নেমে পড় যে বলেছিল أُفَوِّضُ أَمْرِىْ إِلَى اللّٰهِ আমার সব বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মেনে নিলে তোমাদের কর্তৃত্ব থাকবে না এ অহংকারই তোমাদেরকে বিরোধিতা করতে উৎসাহিত করছে। অতীত জাতি আল্লাহর আয়াতের বিরোধিতা করে যেমন আফসোস করেছে তোমাদেরকেও সেরূপ অনুতাপ করতে হবে।

৪১। السجدة حم হা-মীম-সাজদা (The Abbreviated letters) অন্য একটি নাম ফুচ্ছেলাত-স্পষ্ট করে বলা (Telling in details)

মক্কী, ৬ রুকু, ৫৪ আয়াত

হযরত উমর (রা.) ঈমান আনার পূর্বে এবং হযরত হামযা (রা.) এর ঈমান আনার পর এ সূরা মক্কায় নাযিল হয়। ৩৭ নং আয়াতে চন্দ্র সুর্যকে সিজদা না করে একমাত্র আল্লাহকেই সিজদা করতে বলা হয়েছে। কাফেররা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধনসম্পদের, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে, জিনের প্রভাব ইত্যাদি বলে ইসলামী দাওয়াতকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। আল্লাহর এ কিতাব যে গ্রহণ করবে তার কল্যাণ, আর না করলে তার হবে দুর্ভাগ্য। তোমাদের বুঝার জন্যই তোমাদের ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যারা নিজেদের চোখ, কান, দিল বন্ধ রাখতে চায় তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব নবীর নয়। যার খাও তার সাথে বেয়াদবী করা ঠিক নয়। ইতোপূর্বে আদ সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছে, শুধু তাই নয় দোযখের আগুনও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে বলবে দুনিয়ায় যে নেতারা গুমরাহ করেছিল তাদেরকে পেলে তারা পায়ের তলায় পিষবে। কিতাব না মানলে পরিণতি মর্মান্তিক হবে। একদিন কুরআন বিজয়ী হবে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

৪২। الشورى আশ-শুরা- পরামর্শ (Consultation)

মক্কী, ৫ রুকু, ৫৩ আয়াত

৩৮ নং আয়াতে মুমিনদের যাবতীয় কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয় বলে উল্লেখ আছে। এ সূরায় দ্বীনী দাওয়াতের মর্ম পেশ করা হয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়। নবীর পেশ করা কথা নুতন কোন কথা নয় অতীতেও বলা হয়েছে। শিরক এত মারাত্মক অপরাধ যে এজন্য, মাথার উপর আসমান ফেটে পড়তে পারে। নবী তোমাদের কল্যাণের পথেই ডাকছেন। আল্লাহই একমাত্র অলী অন্য কেউই অলী হতে পারে না। আল্লাহই একমাত্র বিধানদাতা, শুরু হতেই তিনি মানুষের জন্য জীবন বিধান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণ এসেছিলেন। দুনিয়ায় যত মত দেখা যায় তা মূল দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করেই তৈরী হয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য কল্পিত দ্বীনের

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও তার অনুসারীদের চরিত্র দেখেই তোমাদের এ পথে আসা উচিত। চল্লিশ বছর যিনি কিতাব কি জানলেন না, অতঃপর আল্লাহর দেয়া শিক্ষা অনুযায়ী মানুষকে হেদায়েত দিলেন এটা নবুয়াতের অকাট্য প্রমাণ। ওহীর মাধ্যমে, আড়াল থেকে এবং ফেরেশতার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান লাভ করেন। সঠিক জ্ঞান তিনি তাদের দিচ্ছেন।

৪৩। الزخرف। আয-যুখরুফ- সোনালী প্রলেপ (Gold Adornments)

মক্কী, ৭ রুকু, ৮৯ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনে রাসূল (সা.)-কে হত্যার পরিকল্পনার সময় নাযিল হয়। ৩৫ নং আয়াতে আয়াত অমান্যকারীদের দুনিয়ার বাড়ীঘরের বসার যায়গাগুলো সোনা রূপা দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে মুত্তাকীদের জন্য আখেরাত নির্দিষ্ট করে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সূরায় জাহেলী আকিদার সমালোচনা করা হয়েছে। কাফেররা কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ করতে চাইলে তাদেরকে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। ধমক দিয়ে বলা হয় নবী জীবিত থাক বা না থাক যালেমদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। নবীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলে তোমাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আসমান জমীনে তারা যা খায় ও ব্যবহার করে তা সবই আল্লাহর অথচ তারা শিরক করে। তাদের সবচেয়ে সম্মানিত পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) ইসমাইল (আ.) কে তারা মানছে না। হযরত ঈসা (আ.) কে তারা খোদার পুত্র বলে অথচ হযরত ঈসা (আ.) তাদেরকে বলেন আমার রবও আল্লাহ তোমাদের রবও আল্লাহ। ফেরাউন যেমন মুসাকে (আ.) মানতে না পেরে ধ্বংস হয়েছে, তেমনি এরাও ধ্বংস হবে। আল্লাহ সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র, তার কেউ শরীক নেই।

www.pathagar.com

৪৪। الدخان আদ দুখান- ধোয়া (Smoke)

মক্কী, ৩ রুকু, ৫৯ আয়াত

মক্কায় তীব্র বিরোধিতার সময় সূরাটি নাযিল হয়। দুর্ভিক্ষের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কাফেররা রাসূল (সা.)-কে অনুরোধ করেছিল সে সময়। ১০ নং আয়াতে মক্কায় দুর্ভিক্ষের সময় আকাশ মন্ডল ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কথা উল্লেখ আছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করেছিলেন এদের উপর দুর্ভিক্ষের মত বিপদ থাকলে এরা নরম হবে দাওয়াত কবুল করবে। কুরআনকে তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রচিত একটি বিপদের কেতাব মনে করছ? তোমরা কি রাসূল ও কেতাবের সাথে মোকাবিলা করছ? শুধু পেটভরে খেতে দিবেন হেদায়েতের ব্যবস্থা আল্লাহ করবেন না তা হয় না। একটা দুর্ভিক্ষ তাদের নাফরমানী থেকে দূরে রাখবে না। তারা বড় আঘাত চাচ্ছে- হালকা আঘাতে তাদের মাথা ঠিক হবে না। ফেরাউন ও তার জাতি নির্দেশ দেখেও জিদ ত্যাগ করেনি। আখেরাত হবার প্রমাণ স্বরূপ তারা তাদের মৃত বাপ-দাদাকে জীবিত করতে বলে। আল্লাহ বলেন এ কাজ বার বার হবে না, একবারই জীবিত করব। যখন হিসাব নেব তখন কেউ রক্ষা করতে পারবেনা। সেদিন অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের পরিণাম মারাত্মক হবে। বিশ্বাস না হলে অপেক্ষা করতে থাক।

৪৫। الجاثية আল-জাসিয়া- হাটু গেড়ে বসা (Bowing the knee)

মক্কী, ৪ রুকু, ৩৭ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের সূরা দুখানের পর পরই নাযিল হয়। ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন বাতিলপন্থী দল ও তার সদস্যরা হাটুর উপর পড়ে থাকবে। সূরায় তাওহীদ ও আখেরাতের অবিশ্বাসের পরিণাম সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে। চোখ দিয়ে চারদিকে যা দেখা যায় দিন-রাত, গাছপালা, বৃষ্টি, জন্তু জানোয়ার, বাতাস, মানুষের নিজ স্বত্ত্বা সব কিছুই এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাক্ষী দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালা এসব কিছু মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অতীতে যারা অস্বীকার করে বাড়াবাড়ি করেছিল তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের অত্যাচারের মোকবিলায় সবরের নীতি অবলম্বন করলে আল্লাহ পুরস্কার দিবেন। পরকাল অস্বীকারকারীদের কথা জ্ঞান ও যুক্তি বিবর্জিত

www.pathagar.com

কথা। ভাল ও মন্দের কোন প্রতিফল হবে না ? সব একাকার হবে ? নফসের দাসেরাই কেবল পরকাল অবিশ্বাস করে। তোমাদের মরা বাঁচা আল্লাহর নির্দেশেই হয়। বিদ্রোহীদেরকে আমলনামা অনুসারে কঠিন মূল্য দিতে হবে।

৪৬। الاحقاف আল-আহ্‌কাফ- বালুর স্তুপ, ইয়ামানে অবস্থিত আফাদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান (Winding sand tracks)

মক্কী, ৪ রুকু, ৩৫ আয়াত

নবুওয়াতের ১০ম বা একাদশ সনে সূরাটি নাযিল হয় যখন নাখলা নামক স্থানে জিনেরা কুরআন শুনেছিল। আল্লাহর কিতাবের আইনগুলো কল্যাণের জন্য দেয়া হয়েছে। শিয়াবে আবু তালেবে তিন বছর বন্দী রাখা হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদেরকে যেখানে খাবার অভাবে গাছের পাতা, শুকনা চামড়ার কলস কেটে কেটে খেতে হয়েছিল। কাফেররা দুনিয়াকে একটা উদ্দেশ্যহীন খেলনা মনে করেছিল। তারা কারো নিকট জবাবদিহী করতে হবে মনে করত না। কুরআনকে আল্লাহর কালাম আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর রাসূল মানতে তারা প্রস্তুত ছিল না। যারা ঈমান এনে তার উপর কায়েম থাকে, পিতামাতার কষ্টের কথা স্মরণ রেখে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে ভাল আমল করে তারা জান্নাতে যাবে। আল্লাহর নবী হুদ (আ.) আহকাফ - এ তার জাতিকে দাওয়াত দিল কিন্তু তারা কথা না শুনে ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর কালাম শুনে জ্বিনেরাও হেদায়েত লাভ করল ও তাদের জাতির কাছে দাওয়াত পৌছাল। যারা গ্রহণ করল তারা নাজাত পাবে আর গ্রহণ যারা করল না তারা ধ্বংস হবে। বিরোধীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে দৈর্য্যের সাথে দাওয়াত দিতে থাকতে হবে।

৪৭। محمد মুহাম্মদ- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallam)

মাদানী, ৪ রুকু, ৩৮ আয়াত

সূরাটি বদর যুদ্ধের আগে মক্কী যুগে নাযিল হয়। কিতাল (জিহাদের বিধান) সূরাটির অপর নাম। এই সূরায় যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম সরকারের করণীয়,

www.pathagar.com

জিহাদ বা যুদ্ধ করার নির্দেশনা, এস্তেগফার সম্পর্কে ও আত্মীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহিস্কৃত করে আত্মতৃপ্তি মনে করলেও আসলে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। সূরাটির মূল বিষয় হল মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করা ও এ বিষয়ে হেদায়েত দেয়া। মুনাফিকরা যুদ্ধের নির্দেশ আসার আগে নিজকে জাহির করলেও এখন দিশেহারা হয়ে গেছে। ঈমানের কাছে তাদের স্বার্থ ছোট না বড় পরীক্ষা হচ্ছে। আল্লাহ মুসলমানদের পক্ষে ও সাথে আছেন। অর্থ খরচ করতে বলা হয়েছে যদিও অবস্থা তখন তাদের অত্যন্ত খারাপ ছিল। মুসলমানরা সংখ্যায় কম ও অর্থের অভাব সত্ত্বেও যাতে হিম্মত না হারায় সে জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বীনের আন্দোলন না করলে তাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনা হবে।

৪৮। الفتح। আল ফাতাহ- বিজয় (Victory)

মাদানী, ৪ রুকু, ২৯ আয়াত

সূরাটি নাযিল হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে। ১ নং আয়াতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব বিষয়ে এ সূরা আলোচনা করেছে সেগুলো হলো হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ঘটনা, এহরাম খোলা ও কুরবানী করা, সন্ধির ফলাফল, বায়াতে রিযওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ, ইনশাআল্লাহ বলার তাগিদ। সূরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন মক্কায় উমরা পালন করছেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরায় হুদায়বিয়ার বায়াত এবং গাছের তলায় বায়াত গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হুদায়বিয়ার শর্তগুলো আপাত দৃষ্টিতে মুসলমানদের বিজয় দানের বিপক্ষে মনে হলেও এর শেষ পরিণতি মুসলমানদের বিজয় দান করেছিল। এজন্যই একে ফতহে মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে।

৪৯। الحجرات। আল-হুজরাত- কামরা (The inner Apartments)

মাদানী, ২ রুকু, ১৮ আয়াত

সূরাটি সামাজিক সূরা, যা মদীনায় নাযিল হয়েছে। নবম হিজরীতে বনু তামীম গোত্রের লোকেরা রাসূল (সা.)-এর কাছে আসল। ৪নং আয়াতে তাদেরকে ঘরের পিছন থেকে ডাকাডাকি না করার জন্য লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। ঈমানের

www.pathagar.com

উপযোগী আদব কায়দা ও নিয়মনীতি সংক্রান্ত বিষয় এখানে বলা হয়েছে। শুনা খবর তদন্ত ছাড়া বিশ্বাস না করা, দুটি বিবাদমান দলের বিবাদ মিমাংসা বা ইসলাহ করে দেয়া, পরস্পর গালাগালি ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা, বংশীয় গর্ব করে পার্থক্য না করা, একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে মর্যাদা দেয়া- এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫০। ق ক্বাফ - হরফে মুকাত্তায়াত (Abbreviated letter)

মক্কী, ৩ রুকু, ৪৫ আয়াত

বিষয়গুলো বিবেচনা করে বলা যায় যে, এ সূরাটি নবুওয়তের ৫ম বর্ষে নাযিল হয় যখন বিরোধিতা ও শত্রুতা তীব্র হলেও প্রকাশ্য নির্যাতন শুরু হয়নি। মদীনায় গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) জুমআর খুতবায় সূরা কাফ পাঠ করতেন। জুমআর খুতবায় সূরা ক্বাফ পাঠ শুনে অনেকেই এ সূরা মুখস্ত করে ফেলেন। সূরাটিতে পরকালের সম্ভাব্যতা ও তা সংঘটনের প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। আযাব ও সওয়াব, জান্নাত ও জাহান্নামকে আজ এখানে তারা গল্প গুজব মনে করলেও সেদিন প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে আর আল্লাহকে ভয় করে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তণকারী লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

৫১। الذريات। আয যারিয়াত- দমকা বাতাস (Winds that Scatter)

মক্কী, ৩ রুকু, ৬০ আয়াত

সূরা ক্বাফের মতই নবুওয়তের ৫ম বর্ষে মক্কী জীবনের জুলুম চলার সময় সূরাটি নাযিল হয়। সূরাটির প্রথম শব্দ যারিয়া। সূরাটির প্রথম দিকে বিরাট অংশই আখেরাত সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। নবী রাসুলগনের কথা অমান্য করে নিজেদের জাহেলী ধারনার উপর যারাই অবিচল থাকার নীতি গ্রহন করেছে তাদের পরিণতিই অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। হযরত লুত (আ.) ও হযরত মুসা (আ.) এর কওম পরকাল চিন্তা না করার কারণে চুড়ান্ত পরিনতির সম্মুখীন হয়েছে। "মানব ও জিন জাতিকে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করার" কথা এ সূরাতেই বলা হয়েছে। রাতের নামাজ ও অর্থ খরচ করতে বলা হয়েছে। শেষের দিকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৫২। الطور। আততুর- তুর পাহাড় (The mount of Revealation, Tur)

মক্কী, ২ রুকু, ৪৯ আয়াত

এই সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয় যখন সমালোচনা ও বিরোধিতা বৃষ্টির ফোটার মত বর্ষিত হচ্ছিল। প্রথম আয়াতে তুর পাহাড়ের কসম খাওয়া হয়েছে। সুরাটির বিষয় মূলত পরকাল। যারা পরকাল বিশ্বাস করে তাকওয়ার জীবন পরিচালনা করেছে আর যারা অবিশ্বাস করে ভোগবাদীর জীবন যাপন করেছে তাদের পণিনতির কথা বলা হয়েছে। যারা দাওয়াত দেয়ার সময় পাগল, জীন, কবি ইত্যাদি বলে সমালোচনা করে দূরে থেকেছে তাদের মোজেযা দেখানো নিরর্থক। সবকিছু সহ্য করে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

৫৩। النجم। আল নাজম-তারকা (The Star)

মক্কী, ৩ রুকু, ৬২ আয়াত

সূরাটি নবুয়াতের ৫ম বছরে নাযিল হয়। প্রথম আয়াত থেকে নাজম শব্দটি নেয়া হয়েছে। সিজদা আছে এমন সূরা এটিই প্রথম। কাফের মুশরেক সকলেই সিজদার আয়াত শুনে সিজদা করে। এখানে মক্কার কাফেরগণ আল কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যে আচরণ করে সেটা যে অন্যায় ও ভুল সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত অপর পক্ষে কাফেরগণ তাদের ধারনা-কামনা অনুসরণ করছে। আল্লাহ সব কিছুর মালিক, নির্ধারিত সময়ে তিনিই চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। শেষের কথা কয়টি খুবই মর্মস্পর্ষী প্রভাবশালী ফলে সকলেই সিজদায় চলে যায়।

৫৪। القمر। আলকামার-চাঁদ (The moon)

মক্কী, ৩ রুকু, ৫৫ আয়াত

নবুয়াতের ৮ম বছরে চন্দ্র বিদীর্ণ ঘটনাটি মিনায় সংঘটিত হয় যা এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনী দাওয়াতের মুকাবিলায় কাফেরগণ যে হঠকারী ও অনমনীয় আচরণ অবলম্বন করে

www.pathagar.com

সে সম্পর্কে সর্তক ও হুশিয়ার করা হয়েছে এ সূরায়। এরা ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না। এদের আচরণে মনে হয় কিয়ামত না হলে তারা মানবে না। নুহের জাতি, আদ, সামুদ ও লুতের জাতিসমূহের পরিণতি ভাল হয় নি। সেদিন তোমাদের রুঢ় আচরণের কারণে তোমাদের জনশক্তি জনবল চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাবে। নিদির্ষ্ট সময়ে আল্লাহর হুকুম পাওয়া মাত্র কিয়ামত সংঘটিত হবে যেখানে ভালমন্দের রেকর্ড অনুযায়ী ফল দেয়া হবে।

৫৫। الرحمن। আররহমান- দয়ালু আল্লাহ (Allah the most gracious)

মক্কী, ৩ রুকু, ৭৮ আয়াত

খুব সম্ভবত সূরাটি নবুওয়তের দশম বছরে হিযরতের পূর্বে মক্কা শরীফে নাযিল হয়। খুব সম্ভর নবুওয়তের ১০ম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে মাকামে ইবরাহীমে কুরাইশ সরদারদের সামনে তিলাওয়াত করছিলেন আর তারা তার মুখে মারছিল। এ সূরাই প্রথম যেখানে মানুষের সাথে জিনকে সম্বোধন করা হয়েছে। সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করছে। মানুষ ও জিন উভয়কেই আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই-এ কথার ভিত্তিতে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। হিসাব নেয়ার দিন নিকটে এসে যাচ্ছে যেখানে নাফরমানদের মর্মান্তিক পরিনতি এবং মুত্তাকীদের পুরস্কার দেয়া হবে। এক আবেগময়ী ভাষায় আল্লাহ তার নিয়ামত সমুহের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার আনুগত্য করার আহবান জানিয়েছেন। বলছেন কেন নিয়ামতকে অস্বীকার করছ? না, আমরা কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করিনা।

৫৬। الواقعة। আল ওয়াকেয়া-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (The inevitable Event)

মক্কী, ৩ রুকু, ৯৬ আয়াত

হযরত উমর (রা.) নবুয়তের ৫ম বছর ঈমান আনেন। এ সূরাটি তার পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়। যখন হযরত উমর (রা.) তার বোনের বাসায় সূরা ত্বাহা পড়ার জন্য সহীফা (কুরআন মাজীদ) চাইলেন তখন তার বোন এ সূরার আয়াত দিয়ে বললেন অপবিত্র লোকেরা এ কেতাব স্পর্শ করতে পারে না। এ সূরায় পরকাল

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীদের জবাব দেয়া হয়েছে। অগ্রবর্তী লোক, নেককার লোক ও পাপী লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। তাওহীদ ও পরকালের যুক্তি দেয়া হয়েছে। কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহ দূর করা হয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রনাই তোমার বিবেকের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিবে। দুনিয়া থেকে মৃত্যুর সময় চোখের সামনে চলে যায় কিছুই করতে পার না।

৫৭। الحديد আল হাদিদ-লৌহ (Iron)

মাদানী, ৪ রুকু, ২৯ আয়াত

সূরাটি ৪র্থ ও ৫ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ওহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যভাগে মদীনায় নাযিল হয়। সূরার আলোচ্য বিষয় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে উৎসাহ দান। যারা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের মুকাবিলায় নিজেদের জানমাল ও স্বার্থটাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তাদের ঈমান ও অংগীকার নিতান্তই অন্তসার শুন্য। দুনিয়ার জীবন কয়েক দিনের জন্য একটা খেল তামাসা মাত্র। নবী রাসূলদের মত মাল ও জান দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র গড়তে হবে, যাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান কারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মালসম্পদ ও জীবন দিতে প্রস্তুত।

৫৮। المجادلة আলমুজাদালা- পরস্পর বিতর্ক করা (The woman who pleads)

মাদানী, ৩ রুকু, ২২ আয়াত

মদীনায় ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে আহযাব যুদ্ধের পরে ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের তদানীন্তন সমাজে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয় ও তার সমাধানও ইসলাম পেশ করে। যিহার (স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে রুপকভাবে বলা যে তুমি আমার প্রতি হারাম) এর সমস্যার সমাধান এখানে তুলে ধরা হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর জাহেলিয়াতের নিয়মনীতি মেনে চললে শাস্তি হবে। জাহেলী যুগের সমস্ত রীতি নীতি বাদ দিয়ে ইসলামী জীবন বিধানের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন করতে হবে। নেক কাজের জন্য গোপন বৈঠক করা যেতে পারে। যখন সাক্ষাত বা সভা

www.pathagar.com

শেষ হবে তখনই স্থান ত্যাগ করা উচিত। কোন বাহানা করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আত্মীয়স্বজনের চেয়ে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে বেশী ভালবাসতে হবে।

৫৯। الحشر আল হাশ্‌র- একত্রীকরণ (The Gathering)

মাদানী, ৩ রুকূ, ২৪ আয়াত

সূরাটি ৪র্থ হিজরীতে মদীনায় নাযিল হয়। এ মাদানী সূরাকে সূরাতুন্ নাজিরও বলা হয় যেহেতু এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বনু নাজির সম্পর্কেই আলোচনা আছে। ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা প্রথমে বহিস্কৃত হয় ২য় হিজরীর শওয়াল মাসে। এর পর বনু নাজির গোত্র বহিস্কৃত হয় ৪র্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে। অতঃপর বনু কুরাইজা বহিস্কৃত হয় ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে। সূরাটিতে যুদ্ধের ফলে প্রাপ্ত জমিজায়গা সম্পদ বিলি ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে। এ সূরায় ঈমান আনার পর তাকওয়ার দাবী কি তা শেষ দিকে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে, আখেরাতের জন্য এখানেই আমলের সঞ্চয়ের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৬০। الممتحنة আলমুমতাহিনা- তদন্তযোগ্য মহিলা (The Woman to be Examined)

মাদানী, ২ রুকূ, ১৩ আয়াত

মক্কা বিজয়ের পূর্বেই সূরাটি নাযিল হয়। এ মাদানী সূরাটিতে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে-

(এক) হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রা.) কর্তৃক শুধুমাত্র নিজের পারিবারকে রক্ষা করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ন গোপন সামরিক তথ্য কাফেরদের নিকট জানিয়ে দেয়ার একটি চেষ্টা।

(দুই) মক্কা থেকে আগত মুসলিম স্বামীর কাফের স্ত্রী এবং মুসলিম স্ত্রীর কাফের স্বামী সংক্রান্ত সম্পর্কের ফায়সালা।

(তিন) নতুন মুসলমান মহিলাদের নিকট থেকে প্রচলিত বড় বড় ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও তার ব্যবস্থা নেয়া।

www.pathagar.com

৬১। الصف। আস্‌সফ- কাতার (Battle Array)

মাদানী, ২ রুকু, ১৪ আয়াত

৩য় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। ঈমানের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর পথে মাল ও জান উৎসর্গ করে দেয়ার মূল দাবী পেশ করা হয়েছে এ সূরায়। প্রথমে কথা ও কাজের মিল রাখার জন্য দাওয়াতী মিশন তুলে ধরে আল্লাহর পথে লড়াই করে দ্বীন বিজয়ের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম ব্যবসা হচ্ছে আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করা। জিহাদ করলে জাহান্নাম থেকে বাঁচা, গুনাহ মাফ পাওয়া জান্নাতে প্রবেশ ও দুনিয়ার বিজয় পাবার কথা বলা হয়েছে। হাওয়ারীদের মত দ্বীনের সাহায্যকারী হতে হবে।

৬২। الجمعة। আলজুমআ-জুমআর নামাজ (The Assembly Friday prayer)

মাদানী, ২ রুকু, ১১ আয়াত

৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের নিকটবর্তী সময়ে সূরাটি নাযিল হয়। সোমবার মদীনা পৌঁছে ৫ম দিনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর নামাজ চালু করেন। উম্মী রাসূল বলে ইহুদীরা ঘৃনা করলেও আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রিয় পাত্র করে কিতাবের ধারক বাহক বানালেন ও মর্যাদা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে জুমআর দিনে সতর্ক করে দিয়ে বললেন তোমরা যেন ইহুদীদের শনিবারের মত কাজ না কর। দ্বিতীয় রুকুতে জুমআর খুৎবা ছেড়ে ঢাক ঢোলের বাজনা শুনে সেখানে চলে যাওয়া ও ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ করেন এবং নামাজ শেষে ব্যবসা বানিজ্য করার হুকুম দেন।

৬৩। المنافقون। আল-মুনাফেকুন- মুনাফিক (The Hypocrites)

মাদানী, ২ রুকু , ১১ আয়াত

৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ হতে ফেরৎ আসার সময় মদীনায় এ সূরা নাযিল হয়।

মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুল এর প্রতারণা এবং

www.pathagar.com

মুনাফিকদের স্বরূপ সূরাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। শেষ রুকুতে আল্লাহর পথে কাজ করা ও তার পথে খরচের জন্য বলা হয়েছে। কারণ মৃত্যুর পর অনুশোচনা করবে কেন? আল্লাহর পথে খরচ কর। কবরে অনুশোচনার চেয়ে জীবিত থেকে খরচ করে যাওয়া ভাল।

৬৪। التغابن। আত্‌তাগাবুন- হার-জিত (Mutual loss and gain)

মাদানী, ২ রুকু, ১৮ আয়াত

সূরাটি মাদানী জীবনের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মাদানী সূরাটিতে ঈমান ও আনুগত্য করার আহবানের সাথে সাথে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রথম চারটি আয়াতে সকল মানুষের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫ম হতে ১০ম আয়াতে কুরআন অগ্রাহ্যকারীদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। ১১ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত মুমিনদেরকে বলা হয়েছে বিপদ-আপদ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই আসে। আনুগত্যের পথে চালিত মুমিন কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরশা করে। তার মাল সম্পদ বংশ পরিবার সব পরীক্ষার বিষয়। শরিয়তের আইনকানুন মেনে চলতে পারাই সার্থকতা।

৬৫। الطلاق। আত্‌তালাক-তালাক (The Divorce)

মাদানী, ২ রুকু, ১২ আয়াত

সূরাটি মাদানী যুগেই নাযিল হয়েছে। সূরা বাকারার পর এটি নাযিল হয়েছে। এই সূরায় তালাক দেয়ার সুষ্ঠু পন্থা বলা হয়েছে যাতে উভয়ের মাঝে পূর্ণ বিচ্ছেদ প্রথমেই ঘটে না যায়। আলাপ আলোচনার সকল পথ যখন বন্ধ হবে তখন নিরুপায়ের উপায় হিসেবে তালাকের পথ রাখা হয়েছে। হালাল জিনিষের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হল তালাক। তালাকের ইদ্দতের মিয়াদ, তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের থাকা খাওয়া, পরা, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পিতামাতার সন্তানদের লালন পালন ও দুধ খাওয়ানোর বিষয় এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৬৬। التحريم আত্তাহ্রীম- নিষিদ্ধ করে নেয়া (Holding something to be forbidden)

মাদানী, ২ রুকু, ১২ আয়াত

৭ম বা ৮ম হিজরী সময়ে মদীনায় নাযিলকৃত এ সূরায় প্রথমে বলা হয়েছে হালাল হারাম যায়েজ ও নাযায়েজ এর সীমা নির্ধারণ করার অধিকার ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ। আল্লাহ্র হারামকৃতকে হালাল এবং হালালকৃতকে হারাম করার ক্ষমতা নবীরও নেই। নবীর জীবনের সংঘটিত ছোট ঘটনাও আইন বা আইনের উৎস হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেগমদের সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করেছিলেন তা প্রতিবাদ করে রেকর্ড করা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ দ্বীন, এ দ্বীনে প্রত্যেকের জন্য শুধু তাই আছে যা সে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে পাবার যোগ্য।

৬৭। الملك আল-মুলক- রাজত্ব (Dominion)

মক্কী, ২ রুকু, ৩০ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয় যার মধ্যে ইসলামের মৌল শিক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে। পৃথিবী একটি সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্য যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অস্বীকারকারীদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করার পর তাদের বিবেকের কাছে বলা হয়েছে আসমান, যমীন পশুপাখী যা কিছু দেখা যায় তা থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে। সবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, ঈমানদারদের পথভ্রষ্ট মনে করার কোন কারণ নেই। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞশীল হবার জন্য আহবান জানিয়ে বলা হয়েছে যে পানির উপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল তা যদি নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায় তবে তোমাদেরকে কে পানি দিবে? (সূরাটি পড়ার পর বলতে হয় 'আল্লাহু ইয়াতিনা অহুয়া রাব্বুল আলামীন' অর্থাৎ আল্লাহই পানি দিবেন)।

৬৮। القلم আল-ক্বালাম- কলম (The Pen)

মক্কী, ২ রুকু, ৫২ আয়াত

মক্কী জীবনের ভয়াবহ বিরোধীতার সময় সূরাটি নাযিল হয়। মক্কী জীবনের প্রাথমিক সূরাটিতে বলা হয়েছে প্রকৃত পাগল কে তা দেখতে পাবে। পূত চরিত্রের

www.pathagar.com

অধিকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা যারা করছিল তাদের ও তাদের সাথীদের দুর্বল চরিত্র সকলের কাছেই পরিষ্কার। বাগান মালিকের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা মেনে না নিলে দুনিয়াতেও শাস্তি আখেরাতেও চূড়ান্ত শাস্তি হবে। কাফেরদেরকে আল্লাহ ও পরকালের ভয়ের উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথীদের ধৈর্যহীনতা পরিহার করে সবরের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের পথে অগ্রসর হবার কথা বলা হয়েছে।

৬৯। الحاقة। আল হাক্কা- অনিবার্য সংঘটিতব্য (Sure Reality)

মক্কী, ২ রুকু, ৫২ আয়াত

মক্কী জীবনের প্রাথমিক সময়ে সূরাটি নাযিল হয়। এ সূরার প্রথম রুকুতে পরকাল সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় রুকুতে কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা আখেরাতের কথা মনে রেখে দুনিয়ার কাজ পরিচালনা করবে তারা জান্নাতের চিরন্তনসুখ ও শান্তি লাভ করবে। আর যারা আল্লাহর হক আদায় করেনা এবং বান্দাদের হকও পরোয়া করে না তারা জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ কুরআনে যারা অবিশ্বাস করবে ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করবে তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ কিতাব কোন কবি বা গনকের কিতাব নয়। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর নাযিল করা কিতাব। নবীও এ কিতাবের কোন অক্ষর পরিবর্তন করতে পারবে না।

৭০। المعارج। আলমাআরিজ- উর্ধগমনের সিড়ি (The ways of Ascent)

মক্কী, ২ রুকু, ৪৪ আয়াত

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা কাফেরদের চ্যালেঞ্জের জবাবে নাযিল হয়েছে। কাফেররা যে আযাব চাচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। আল্লাহর কাজে দেরী হতে পারে কিন্তু অবিচার হয় না। তারা কিয়ামতকে জলদি করে আসার জন্য কামনা করছে যেখানে তাদের মর্মান্তিক পরিনতি হবে। সেদিন তা থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী পুত্র নিকটাত্মীয় পর্যন্ত বিনিময় দিতে চাইবে, কিন্তু পরিত্রান পাবে না। যারা ঈমান এনে

www.pathagar.com

ভাল ভাল কাজ করেছে তারা সেদিন জান্নাত পাবে। আর যারা অবিশ্বাস করে হাসি মশকরা করছে সে সমস্ত আসামীরা সেদিন বাঁচতে পারবে না অনিবার্য শাস্তি থেকে। তারা তাদের শয়তানী কাজকামে মশগুল থাক- তাদের দুঃখময় চূড়ান্ত শাস্তি তারা দেখতে পাবে।

৭১। نوح নুহ- হযরত নুহ (আ.) (Prophet Nooh {Am})

মক্কী, ২ রুকু, ২৮ আয়াত

মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়। মক্কার কাফেরদের সতর্ক করার জন্য নুহ (আ.) ও তার সময়ের কাহিনী বলা হয়েছে। An example is better than precept -(উপদেশের চেয়ে উদাহরণ ভাল)। নুহ (আ.) এর জাতি যেমন তাদের নবীর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মক্কার কাফেরগন ঠিক সেই ব্যবহারই করছে। যদি এ আচরণ হতে বিরত না হয় তবে নুহ (আ.) এর গোষ্ঠির মতই করুন পরিনতির সম্মুখীন তাদেরকে হতে হবে। শতশত বছর নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াত দেয়ার পর হেদায়েত যখন হল না, তখনই তাদের উপর আযাব নেমে আসে। নুহ (আ.) সমস্ত ঈমানদারদের জন্য মাগফিরাত ও কাফেরদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেন।

৭২। الجن আলজ্বিন-জ্বিন জাতি (The Jinn)

মক্কী, ২ রুকু, ২৮ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক কালে নাযিল হয়েছে বলে অনেকের ধারনা। নবুওয়াতের প্রাথমিক কালে আসমানে ফেরেশতাদের পাহারা বসানো হয়েছিল যাতে জ্বিনেরা কথা না শুনে নেয়। সূরায় প্রথম ১৫ টি আয়াতে বলা হয়েছে একদল জ্বিন কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং নিজ এলাকায় গিয়ে ঈমান ও দাওয়াত গ্রহণের জন্য অন্য জ্বিনদের আহবান জানায়। সূরায় শিরক পরিহার করতে বলা হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের উপর কাফেরদের আক্রমনের নিন্দা করা হয়েছে। এমন সময় আসবে তখন অসহায় কে টের পাবে। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতাশালী। রাসূল (সা.) ততটুকুই জানেন যতটুকু তাকে জানানো হয়। চূড়ান্ত জ্ঞান ও ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।

www.pathagar.com

৭৩। المزمل। আলমুজ্জাম্মিল- চাদর আবৃত ব্যক্তি (Folden in Garments)

মক্কী, ২ রুকু, ২০ আয়াত

মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে এ সূরাটি একেবারে প্রাথমিক সূরা। আল-কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার মত বিরাট কাজের আঞ্জাম দেয়ার জন্য শেষ রাতে নামাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য বলে দেয়া হয়েছে। ধৈর্যের সাথে কাজ করতে ও বিরোধীদের ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য বলে দেয়া হয়েছে। ফেরাউন যেমন রসূলকে উপেক্ষা করে ধ্বংস হয়েছিল- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উপেক্ষা করলে তেমনি অবস্থা হবে। দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় ভাল ও নেকীর কাজগুলো আল্লাহর নিকট অগ্রিম পাঠানোর কথা বলা হয়েছে যাতে সেখানে গিয়ে অনুশোচনা করতে না হয়।

৭৪। المدثر। আলমুদ্দাস্সির-লেপ মুড়ানো ব্যক্তি (One Wrapped up)

মক্কী, ২ রুকু, ৫৬ আয়াত

সূরাটি নবুওয়াতের প্রাথমিক সময়ে নাযিল হয়েছে। প্রথম অহী সূরা আলাকের ৫টি আয়াত এবং দ্বিতীয় ওহী আসে এ সূরার প্রথম ৭টি আয়াত। এতে প্রথম বারের মত নির্দেশ দেয়া হল উঠুন, আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্বের কথা বলে মানব জাতিকে সতর্ক করুন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে সত্যদ্বীন অমান্যকারীদের মারাত্মক পরিনতির কথা বলা হয়েছে। নামাজী না হওয়া, ইয়াতীমকে খেতে না দেয়া ও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করা দোযখীদের দোযখে আসার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরকাল সম্পর্কে গাফেল লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাকওয়া ও খোদাভীতি গ্রহণকারী লোকেরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

৭৫। القيامة। আল-কিয়ামাত- কিয়ামত (The Resurrection)

মক্কী, ২ রুকু, ৪০ আয়াত

সূরাটি মক্কার প্রাথমিক কালের একটি সূরা যাতে মক্কাবাসীর গুমরাহীর ব্যাপারে প্রচন্ডভাবে সাবধান করা হয়েছে। কিয়ামতের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা পরিষ্কার করা হয়েছে। কুরআন স্বরণে রাখার জন্য তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে শুনলেই এর তাৎপর্য বুঝা যাবে। তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সেদিন উদঘাটিত করে দেয়া হবে। নিজ চোখে দেখবে দুনিয়ায় কি করে এসেছ। যত বাহানা করুক না কেন নিজকে সেদিন ঠিকই চিনতে পারবে এবং তার শাস্তি পেতে হবে।

৭৬। الدهر আদ-দাহার-সময় (The Time)

মক্কী, ২ রুকু, ৩১ আয়াত

সূরাটি মক্কী সূরা যেখানে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা শোকর আদায় করে তবে পরিনতি কল্যাণকর হবে আর যদি কুফরী করে তবে পরিনতি হবে মারাত্মক। মানুষ প্রথমে কিছুই ছিল না তাকে অস্তিত্ব দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়। এবাদতকারী হিসেবে অগ্রসর হলে জীবন সার্থক হয়। আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর ধৈর্য-ধারণ করতে হবে, আপোষ করা যাবে না। আখেরাতকে ভুলে না গিয়ে রাত দিন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকতে হবে। এখন যার ইচ্ছা ভালপথ অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহই চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক।

৭৭। المرسلات আল-মুরসালাত-প্রেরিত (Those sent forth)

মক্কী, ২ রুকু, ৫০ আয়াত

সূরাটি প্রাথমিক কালের মক্কী সূরা। এ সূরাটিতে শেষ জীবনের প্রমাণ এবং সত্য গ্রহণ করার ফলাফল বলে দেয়া হয়েছে। যে কিয়ামতের ভয় দেখানো হয়েছে তা এনে দেয়ার জিদ ধরলে তার কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এটা কোন খেলতামাসার বিষয় নয় বরং চূড়ান্ত বিচারের দিন। মানুষের নিজের ইতিহাস ও পৃথিবীর উদাহরণ থেকে আখেরাত প্রমাণ করা হয়েছে। তাদের কর্মক্ষমতার হিসাব নিকাশ নেয়া হবে। খারাপ কাজগুলো পরিহার করলে মুক্তি পাবে। পরকাল অস্বীকারকারী খোদাবিমুখ লোক দুনিয়ায় যত স্বাদ গ্রহন করুক আখেরাতে ধ্বংশ হবে। আর এ কুরআন থেকে যে হেদায়েত পেলনা তাকে হেদায়েত কেউ দিতে পারে না।

www.pathagar.com

৭৮। النبا আন্‌নাবা- বড় সংবাদ (The Great News)

মক্কী, ২ রুকু, ৪০ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা। কিয়ামত ও পরকালের সংবাদই হচ্ছে বড় সংবাদ। এই পৃথিবীর পরিণতি হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। অতীতে যারা এ বড় সংবাদে ঈমান আনেনি তাদের অত্যন্ত করুণ পরিণতি হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, নবী রাসূলদের শিক্ষা মেনে নেয়া এবং আখেরাতে বিশ্বাস করা এ তিনটি বিষয়েই খুব গুরুত্ব দিয়ে বলে গেছেন। বর্তমান সূরাটিতে আখেরাতের খবর এবং তার কিছু চিত্র পেশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিচারের দিন আল্লাহর আদেশে শিংগায় ফুক দিলে প্রথমে সবকিছু ধ্বংস হবে এরপর সকলকে একত্রিত করা হবে। আজকে অস্বীকার করলেও সেদিন একত্রিত হতে হবে। যারা আল্লাহর আয়াতকে সত্য মেনে হিসাব দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েই চলা ফেরা করেছে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে এবং অতিরিক্ত দেয়া হবে। দলবল সংগী সাথী নিয়ে ঘাড়বাঁকা করে থাকার প্রশ্নই আসে না। শাস্তির সময় কোন সুপারিশকারী তারা পাবে না। শাস্তি দেখে তারা বলবে যদি মাটি হয়ে যেতাম।

৭৯। النازعات আন-নাযিয়াত-যারা টানে (Thsoe who tear out)

মক্কী, ২ রুকু, ৪৬ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা। মৃত্যুর পরের জীবন প্রমাণ করার ব্যাপারে সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে। ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে জান কবজ করছেন। একদিন আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতা পৃথিবী ধ্বংস করে দিবেন। যারা আজ পূনরুজ্জীবন কে অস্বীকার করছে সেদিন তারাই ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। হযরত মুসা (আ.) এবং ফেরাউনের ঘটনা পেশ করে বলা হয়েছে আখেরাতকে অবিশ্বাস করে ফেরাউনের যেমন পানিতে ডুবে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে আজও যারা অবিশ্বাস করবে তাদের পরিণতিও অনুরূপ হবে। মহাশুন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ উপগ্রহ তারকারাজী যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আবারও তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন। তোমাদের কাজের প্রতিফল দেয়া হবে।

www.pathagar.com

কিয়ামত কবে হবে এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল এ জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সতর্ক জীবন যাপন করা। কিয়ামত যখন হবে তখন তার মনে হবে দুনিয়ায় সে একদিনের সকাল বা বিকেল বেলার সময় পর্যন্ত অবস্থান করেছে।

৮০। عبس আবাসা- সে বেজার হল (He Frowned)

মক্কী, ১ রুকু, ৪২ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয় যখন কাফেরদের সাথে কথাবার্তা চালু ছিল। সূরাটিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাওয়াত কাকে দিতে হবে- সেটাই বলে দেয়া হয়েছে। একবার তিনি দ্বীনের দ্রুত প্রচার হবে মনে করে কাফেরদের শীর্ষ স্থানীয় অনিচ্ছুক নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত দেয়ার জন্য খুবই পেরেসান হয়ে ছিলেন। পাশেই ইচ্ছুক ইবনে মাকতুম দৌঁড়ে এসে ছিলেন আগ্রহ নিয়ে। অনিচ্ছুকদের প্রতি ব্যস্ত থাকার কারণে ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে আল্লাহ পরিস্কার করে বলে দিলেন-অনিচ্ছুকদের পিছনে সময় ক্ষেপনের প্রয়োজন নেই। যারা ইচ্ছুক এবং সংশোধন হতে চায় তাদেরকে বেশী দাওয়াত দিতে হবে। যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত প্রত্যাখান করেছিলেন তাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে। শেষের দিকে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির কথা বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই বেশী গুরুত্ব পাবার হকদার।

৮১। التكوير আত তাকবীর- গুটিয়ে দেয়া (The Folding up)

মক্কী, ১ রুকু, ২৯ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা। সূরাটিতে পরকাল ও রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টি জগত এমনভাবে লন্ডভন্ড, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে প্রিয়তম জিনিষগুলোর প্রতি মানুষের লক্ষ্য থাকবে না। রুহ দেহে ফিরে আসবে, আমলনামা খোলা হবে, অপরাধের জিজ্ঞাসাবাদ (ইন্টারভিউ) শুরু হবে, জান্নাত জাহান্নাম চোখের সামনে দেখতে পাবে। এসব দেখে মানুষ তার সম্বল কি আছে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকবে।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত বিধানাবলী কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের প্রতারণা নয় বরং তা এক মহান উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, বিশ্বস্ত পয়গামবাহকের বর্ণনা বিশেষ। এমন এক মহান নির্ভুল ও কল্যাণকর জীবন বিধান থেকে বিমুখ হয়ে কোথায় পালাবে? নাজাত ও মুক্তির রাজপথ তো এটাই।

৮২। الانفطار। আল-ইনফিতার- ফেটে যাওয়া (The cleaving)

মক্কী, ১ রুকু, ১৯ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিয়ামত প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকবীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক পাঠ করে।" (তিরমিযী)

সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে কিয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার কৃত সকল আমল হাজির করা হবে। যে আল্লাহ তোমাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন সেই আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলছো না? তোমরা প্রতিফল দিবস্‌কে অস্বীকার করছ অথচ প্রতিমূহুর্তে তোমাদের কাজকর্ম রেকর্ড করা হচ্ছে। নেককার লোকেরা জান্নাতে মহাসুখে থাকবে আর পাপী লোকেরা থাকবে জ্বলন্ত (জাহান্নামের) আগুনে, যেখান থেকে পালাতে পারবে না। চূড়ান্ত ফায়সালার দিনে কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই থাকবে।

৮৩। المطففين। আলমুতাফফেফিন-হীন ঠগবাজ (Dealing in Fraud)

মক্কী, ১ রুকু, ৩৬ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের। সমাজে বাস করে অন্যকে ঠকানো মারাত্মক অপরাধ। সাধারণ কায় কারবারে বিশ্বস্থতার পরিচয় দিতে হবে, বেঈমানী করা যাবে না। আলোচ্য সূরাতে আল্লাহর ভয় ও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে ভাল চরিত্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। দূর্নীতির সকল রাস্তা এর মাধ্যমে বন্ধ হতে বাধ্য। মানুষের কাছ থেকে নেয়ার সময় পুরোমাত্রায় নেয়া

www.pathagar.com

এবং দেয়ার সময় কম দেয়া ও খারাপ বা নিম্ন মান এর মালামাল দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। পরকালে জবাব দেয়ার অনুভূতি না থাকায় এর মূল কারণ। এ ধরণের পাপী লোকদের নাম অপরাধীদের তালিকায় লেখা হচ্ছে এবং তাদেরকে ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। আর যারা ঈমানদার ও ভাল আমল করছে, আখেরাতের চেতনায় সমস্ত কাজ পরিচালনা করছে তাদের নাম উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের খাতায় লিখা হচ্ছে। এ কাজে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত আছে। পাপীরা তাদের খারাপ পরিণতি দেখবে আর মোমিনগণ কাফেরদের (যারা দুনিয়ায় মোমিনদের উপহাস ও কটাক্ষ করত) জাহান্নামে দগ্ধ হবার পরিণতি দেখে জান্নাতে বসে আনন্দ উপভোগ করবে।

৮৪। الانشقاق। আলইনশেকাক- ফেটে যাওয়া (The Rending Asunder)

মক্কী, ১রুকু, ২৫ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা। পরকালে কিয়ামতের ঘটনাবলী যে সত্য, অবধারিত এবং যুক্তি ভিত্তিক এ সূরার মাধ্যমে তা বলে দেয়া হয়েছে। চূর্ণ আসমান ও একাকারকৃত যমীন সাক্ষ্য দিবে যে তারা আল্লাহর নির্দেশে এমন হয়েছে। সকল মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং আমলনামা যারা ডান হাতে পাবে তারা খুশী হবে আর পিছন থেকে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এসব কাফের ব্যক্তিদের অবস্থা এই ছিল যে তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে বিশ্বাস করত না। তারা কুরআন শুনে মাথা নত করত না বরং মিথ্যা মনে করত।

এ ধরণের কাফেরদেরকে মর্মান্তিক আযাবের অগ্রিম খবর দেয়া হয়েছে।

আর যারা ঈমানদার ভাল কাজ করে গেছে তাদের ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে। কোনরূপ কঠিন হিসাব নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। তাদেরকে সেদিন সেখানে বেহিসাব পুরস্কার দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৮৫। البروج। আল বুরুজ- সুদৃঢ় দুর্গ (The Big stars)

মক্কী, ১ রুকু, ২২ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনে যখন কঠিন নির্যাতন চলছিল তখন নাযিল হয়। কাফেরদের জুলুম নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে গর্ত করে দাউ দাউ করা আগুনে মোমিনদেরকে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মেরেছে। তাদের এ সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন ও জুলুমের নির্মম পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এ সূরাতে। আর যে সমস্ত ঈমানদার এত লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করেও ঈমানের উপর টিকেছিল, অবিচল আস্থার সাথে হাসিমুখে তা গ্রহণ করেছিল তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার ঘোষণা করেছে। জালেমদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। আসহাবুল উখদুদ (গর্ত কর্তারা) মোমিনদেরকে আগুনের গর্তে পুড়িয়ে মারলেও তারা ঈমান ছাড়ে নি। জীবনের চেয়ে ঈমান বড় - এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের প্রতিটি অটল বাণী সাক্ষ্য দিচ্ছে জালেমদেরকে তাদের সম্পদ ও শক্তি শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

৮৬। الطارق। আততারিক- রাত্রে আত্ম প্রকাশকারী (The Night Comer)

মক্কী, ১রুকু, ১৭ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। মৃত্যুর পর সকল মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। কেউ এ হাজিরা থেকে পালাতে পারবে না। কাফেরদের তৈরী করা কোন কৌশল বা কোন ষড়যন্ত্র আল্লাহর কাজে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

যে আল্লাহ প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন এক ফোটা লম্ফবান পানি থেকে, সেই আল্লাহ আবারো তাকে সৃষ্টি করতে পারেন এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ায় কৃত গোপন বা প্রকাশ্য সকল কাজের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এবং সে অনুযায়ী ফলাফল দেয়া হবে।

আসমান যমীন, গাছপালা শস্য যেমন কোন অর্থহীন বিষয় নয়, তেমনি মহাগ্রন্থ

www.pathagar.com

আল কুরআনের বাণীও হাসি তামাসার কোন বিষয় নয়, এ এক অব্যর্থ চূড়ান্ত বাণী। মাছের বড়শীর মত কিছুক্ষণ দুনিয়ায় খেলতামাশা ভোগ করুক- সময় আসলেই গলায় বড়শী আঁটকে যাবে এবং সব জানতেও বুঝতে পারবে।

৮৭। الاعلى। আল আ'লা- মহান শ্রেষ্ঠ (The most high)

মক্কী, ১ রুকু, ১৯ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা। আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ ও নির্দেশদান এবং আখেরাতের চেতনা এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

আল্লাহ তায়ালাকে তার পবিত্র, সুন্দর ও নির্দোষ নামে স্মরণ করতে হবে যাতে সুক্ষ্ম পথে হলেও শিরক বিদআতের প্রবেশ ঘটতে না পারে। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। যে কাজ করার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথও বলে দিয়েছেন। মাটি থেকে উৎপন্ন এক সময়ের তরুতাজা উদ্ভিদ সময়ের ব্যবধানে আবর্জনায় ভূষিতে পরিণত হচ্ছে। শীত বসন্ত গ্রীষ্মকাল সবই তার অনুমতিক্রমেই আসছে। দুনিয়ার গরম একদিন ঠান্ডা হয়ে যাবে (আখেরাতে)।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত আয়াতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই পালন করেন। অন্যকে হেদায়েতের পথে আনার দায়িত্ব রাসূলের নয়, শুধু পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব । আল্লাহর বাণী শুনতে ও মানতে যে প্রস্তুত নয়, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। মানুষ শুধু দুনিয়ার ৬০/৭০ বছরের সুখশান্তির চিন্তায় ব্যস্ত কিন্তু আখেরাতের কোটি কোটি বছরের সুখের চিন্তাই তার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। দুনিয়ার সবকিছুই তো ধ্বংসশীল। দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অফুরন্ত।

www.pathagar.com

৮৮। الغاشية আল গাশিয়াহ্- আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদ (Overwhelming Event)

মক্কী, ১ রুকু, ২৬ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূরা। তাওহীদ ও আখেরাত মানতে কাফেরদের খুব কষ্ট হয়, তাই এ দুটো জিনিষ মানতে তারা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে। কাফেরদের চেতনায় আঘাত হানার উদ্দেশ্যে হঠাৎ করেই বলা হয়েছে বিশ্ব আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের কথা কি জানো? ঐ সময় লোকজন দুটো দলে বিভক্ত হয়ে এক দল জান্নাতে আর এক দল জাহান্নামে যাবে। একদল মহাসুখে আর একদল মহাযন্ত্রনায় আগুনে জ্বলে ছটফট করবে। তাওহীদ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী লোকেরা কি তাদের উটে চড়ে আকাশ, পাহাড় ও মাটি লক্ষ্য করে না। এত বিশাল আকাশ, বিরাট পাহাড় আর ধূধূ মরুভূমি মাটি যিনি সৃষ্টি করতে পারলেন তিনি জান্নাত জাহান্নাম তৈরী করতে পারবেন না? যে উটে চড়ে চলাফিরা করে সেই উটের সৃষ্টি রহস্য কি তাদের অন্তরে রেখাপাত করে না? ঠিক আছে কাফেরদেরকে জোর করে দাওয়াত দেওয়ার দরকার নেই- তাদের নসীহত পৌছানো পর্যন্ত দায়িত্ব তোমার, বাকীটা আমার হিসাবে থাক।

৮৯। الفجر আলফাজ্র - ফজরের সময় (The Break of Day)

মক্কী, ১ রুকু, ৩০ আয়াত

মক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের এই সূরাটিতে আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তি দান এর প্রামাণ্য দলীল তুলে ধরা হয়েছে। দশ রাত, জোড় বিজোড় এর কসম খেয়ে আখেরাতের যুক্তি পাকা করা হয়েছে। কিন্তু যারা কাফের তারা তা শুনতে মোটেও রাজী নয়। আদ সামুদ ফিরাউনের পরিণতি কি তারা লক্ষ্য করে নি। কাফেরদের দুষ্টুমি, দুস্কৃতি, যুলুম নির্যাতন মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে সীমা লংঘন করে ফেলে তখনি আল্লাহ তায়ালা হঠাৎ আযাবের চাবুক লুকায়িত ঘাঁটি থেকে চালিয়ে দেন। ওরা নেয়ামত পেলে খুশী হয়। বিপদে পড়লে আল্লাহর দোষ দেয়। ইয়াতীমকে, গরীব মিসকিনকে যারা ভালভাবে দেখেনা, খেতে দিতে উৎসাহ দেয়

না, তাদের কাছ থেকে কেন হিসাব নেয়া হবে না?

দুনিয়ার মোহে ব্যস্ত লোকেরা জাহান্নাম দেখার পর চেতনা লাভ করবে আর বলবে হায় আগেই যদি এ জীবনের জন্য কিছু পাঠাতাম! আর নেক লোকদেরকে জান্নাতে দাখিল হবার জন্য বলা হবে। এমন আমল করে যাওয়া উচিত যাতে আখেরাতে গিয়ে অনুশোচনা করতে না হয়।

৯০। البلد। আল বালাদ-শহর (City)

মক্কী, ১ রুকূ, ২০ আয়াত

মক্কী জীবনের প্রাথমিক কালে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দুনিয়ার সঠিক অবস্থান এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে ইচ্ছে করলে সে ভাল পথে অথবা খারাপ পথে চলতে পারে। দুনিয়াটা মস্তবড় খাও দাও ফুর্তি কর, এ কাজ করার জন্য তাকে পাঠানো হয় নি। দুনিয়ার এ কর্ম ক্ষেত্রে মানুষের ভবিষ্যত তার নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। দুনিয়ার কাজ আল্লাহ রেকর্ড করছেন এমন ধারণা তার নাই। তাই সে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্য অর্থ ব্যয় করে বিলাসিতা করে। দুটি চোখ, একটি ঠোট পেয়েও সে আল্লাহর দেখানো ভাল পথে চলল না বরং খারাপ পথে চলতে তার নফস খুবই মজা পায়। ভাল পথে চলতে বহু চড়াই উৎরাই কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়। কারণ জান্নাতে পৌছতে হলে কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু মানুষ ভাল পথে চলার কষ্ট সহ্য না করে মন্দ পথের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয় লালসার দাস হয়ে। লোক দেখানো অহংকারের পথে অর্থ ব্যয় না করে গরীব ইয়াতীম মিসকীনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। ঈমানদারদের ইসলামী জামায়াতে যোগ দিয়ে ভাল পথে চলতে হবে নইলে জাহান্নামের আগুন ঘিরে ধরবে।

৯১। الشمس। আশ শামস- সূর্য (The Sun)

মক্কী, ১ রুকূ, ১৫ আয়াত

মক্কী জীবনের প্রাথমিক কালে সূরাটি নাযিল হয়েছে। নেকী ও গুনাহর পার্থক্য যারা বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূর্য, চন্দ্র দিন রাত যমীন আসমান যেমন পরস্পর বিরোধী, পাপ-পূণ্যও সেরকম পরস্পর বিরোধী। ফলাফল ও বিপরীত হবে। আল্লাহ মানুষকে ভালমন্দ বুঝার জন্য স্বভাবজাত বিবেক ইলহাম দিয়েছেন। ভাল-মন্দের পার্থক্য সে ইচ্ছা করলে বুঝতে পারে। অন্তরে খটকা হলেই গুনাহ মনে করতে হবে।

মানুষ খারাপকে দমন করে ভালকে জয়যুক্ত করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে ভাল দমন করে মন্দকে জয়যুক্ত করতে পারে। ভাল জয়লাভ করলে ফল ভাল হবে।

সামুদ জাতি ভালকে দমন করে মন্দকে জয়যুক্ত করেছিল। তারা নবীর দেখিয়ে দেয়া ভাল-মন্দ বুঝতে চায়নি বরং নিষিদ্ধ কাজটা করেছিল উষ্ট্রী হত্যা করে। সামুদ জাতির দুষ্ট লোকেরা উষ্ট্রী হত্যাকে সমর্থন করেছিল। ফলে সমগ্র জাতির উপর আযাব নেমে এসেছিল। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। নবীদের কাজই হল ভাল মন্দ স্পষ্ট করে বলে দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বলে দেয়া ভাল মন্দ না বুঝলে মন্দ কাজ করলে পরিণতি একই হবে।

৯২। الليل। আল লাইল - রাত্রি (The Night)

মক্কী, ১ রুকু, ২১ আয়াত

মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয় এ সূরাটি।

"যে মাল অর্জনের জন্য সে জান দিতে প্রস্তুত সেই মালতো তার মালিকের সাথে কবরে যাবে না"- এ যেন কলিজায় তীর মেরে সচেতনকারী বাক্য। কোন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি যেমন কাজ করবে ফলও তেমন পাবে। দান, সাদকা, খোদা-ভীতি পরহেযগারী ও ভাল কাজ করার ফল ব্যক্তি, দল সমাজ যেই করুক ভাল হবে। কার্পণ্য বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ-অসন্তোষে বেপরোয়া, ভালকে মিথ্যা মনে করা এর ফল ব্যক্ত দল সমাজ যেই করুক খারাপ হবে। আগের কাজগুলো পরের কাজগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই ফলাফলও বিপরীত হবে। ভালনীতি অনুযায়ী চললে আল্লাহ তার জন্য ভাল পথকে সহজ করে দিবেন। অনুরূপ কেউ খারাপ নীতি গ্রহণ করলে আল্লাহ তার জন্য মন্দ পথকে সহজ করে দিবেন। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ আল্লাহ নিজে বলেছেন এবং নবী রাসূল পাঠিয়েও বলে দিয়েছেন। এখন যারা ভালকে মিথ্যা মনে করবে তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। আর যারা আল্লাহর সন্তোষের জন্য খরচ করবে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী হয়ে তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

www.pathagar.com

৯৩। الضحى। আয যোহা- উজ্জ্বল দিনের সকাল (The Glorious Morning light)

মক্কী, ১ রুকু, ১১ আয়াত

সূরাটি রাসূলের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে এ সূরায়। সাময়িকভাবে অহী বন্ধ হবার কারণে যে উদ্বেগ তার ভিতরে এসেছিল তা দূর করা হয়েছে। আল্লাহ্ আপনাকে কক্ষণই ত্যাগ করেননি, আপনার প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্টও হন নি। আপনার পর্যায় একের পর এক উত্তম থেকে উত্তম হবে। আল্লাহর রহমত আপনার উপর বর্ষিত হবে পূর্ণভাবে। তখন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আমি তো আপনাকে আপনার জন্ম থেকেই অনুগ্রহ করেছি। ইয়াতীম থেকেই লালন পালনের ব্যবস্থা, পথ দেখানো, দরিদ্র থেকে সচ্ছল বানানো সবগুলোই আমার ব্যবস্থাপনাই হয়েছে। আমার রহমত আপনার সাথে আছে। এখন শুধু শুকরিয়া আদায় করে ইয়াতীম ও সায়েলকে দান করে আল্লাহর নেয়ামতের হক আদায় করুন।

৯৪। الانشراح। আল-ইনশিরাহ - উম্মুক্ত (Expansion)

মক্কী, ১ রুকু, ৮ আয়াত

সূরাটি মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। এটিও রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শান্তনা দেয়ার একটি সূরা। ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথে সমগ্র জাতি তার শত্রুতে পরিণত হল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন স্নেহ প্রদর্শনের পরিবর্তে গালিগালাজ করতে লাগল। মক্কা শহরে তার কথা শুনতেও কেউ প্রস্তুত ছিল না। এমন মন ভারাক্রান্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে তিনটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করালেন। (১) বক্ষ বিদীর্ণ করা (২) নবুওয়াতের পূর্বের দুর্বহ বোঝা নামানো (৩) উচ্চ ও ব্যাপক খ্যাতির উল্লেখ (যেমন পৃথিবীতে এ আদর্শ জয়লাভ করবে।) বিপদাপদ থেকে ঘাবড়িয়ে যাবেন না, কষ্টের সাথেই সুখ আছে। আপনার পেরেশানী দূর করার জন্য সময় সুযোগ পেলেই ইবাদাত বন্দেগীতে গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করুন।

www.pathagar.com

৯৫। التين আতত্বীন - আনজীর (The Fig)

মক্কী, ১ রুকু, ৮ আয়াত

মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়।

আচরণের কারণে মানুষ দুইভাগে বিভক্ত। যদিও মানুষ সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত তথাপি তার পাশবিক ও কুফরী আচরণের কারণে সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। নৈতিক অধঃপতনের দিকে যেতে যেতে এমন এক জায়গায় পৌছে যেখান থেকে আর নীচে কোন সৃষ্টি যেতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার মানুষ যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তারা হয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। উক্ত মান অর্জন করার ফলে ভাল ফলাফলও লাভ করতে পারে। দুনিয়ার সকল সময়ই সর্বত্র এ রকম দুই ধরনের লোক দেখা যায় এবং অতীতে ছিল ও বর্তমানে আছে।

ইনসাফ ও সুবিচারের দাবী ভালোর জন্য ভালো পুরস্কার এবং মন্দের জন্য শাস্তি। এটা বিচারকের কাজ। আর আল্লাহ যেহেতু সবচেয়ে বড় বিচারক "আহকামুল হাকেমীন" হাকীমদেরও হাকীম এতএব তিনিই সবচেয়ে বড় সুবিচারক।

৯৬। العلق আল আলাক-জমাট রক্ত (The Clot)

মক্কী, ১ রুকু, ১৯ আয়াত

মক্কী সূরার সর্বপ্রথম আয়াত এ সূরাতে নাযিল হয়।

ইকরা "পড়" Read or proclaim প্রথম অহীর পাঁচটি আয়াত। আল্লাহর নামে পাঠ করতে হবে যিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন সুন্দর ভাবে। কলমের সাহায্যে যিনি অজানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। অথচ তারা তা ভুলে গিয়ে সীমা লংঘন করে, নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহর পথে বাধাদান থেকে বিরত না থাকলে কঠিন শাস্তি ও করুন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য বেশী বেশী সিজদা করতে হবে।

www.pathagar.com

৯৭। القدر। আল কদর-মর্যাদা Honour (The night of power)

মক্কী, ১ রুকু, ৫ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। আলকুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এ সূরাতে। রমজান মাসের যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে তা ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও মানুষের ভাগ্য রচনাকারী রাত। আল্লাহ্ নিজেই এ কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন নাযিলের রাত কদরের রাত- এ রাত মানুষের ভাগ্য গড়ার রাত। যারা এ কুরআনের মর্যাদা দিবেনা তাদের জন্য বিপর্যয়ের রাত। মানবজাতি ও সমগ্র জগতের ভাগ্য নির্ভর করে এ কিতাব মানা ও না মানার উপর । মানব কল্যাণের জন্য এ বিরাট ঘটনাটি হাজার হাজার মাসেও করা হয়নি। এ রাতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ, সুদৃঢ় হুকুম أمر حكيم। অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শান্তির বার্তা বয়ে থাকে।

৯৮। البينة। আল বাইয়্যেনা-স্পষ্ট দলীল (The clear Evidence)

মক্কী, ১ রুকু, ৮ আয়াত

মক্কী মাদানী বলে বিভেদ থাকলেও হযরত আয়েশা (রা.) এটিকে মক্কী সূরা বলেছেন। এতে বলা হয়েছে কিতাবের সাথে একজন রাসূলও পাঠানো হয়েছে। এমন কথা এখানে বলা হয়েছে। রাসূল পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা ও বলে দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নাজাতের রাস্তা দেখানোর দাওয়াত রাসূল দিয়ে যাবেন- কিতাব পেশ করার মাধ্যমে । এ কিতাবে কোন ক্রটি প্রবেশ করতে পারেনা আগেকার কিতাবের মত।

আহলে কিতাবের জাতিগুলো কিতাব প্রাপ্তির পরই বিভ্রান্ত হয়েছে। ফলে তাদের গুমরাহীর জন্য তারাই দায়ী। আল্লাহর নির্ভেজাল বন্দেগী করার দাওয়াত নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা - সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন।

আহলে কিতাব ও মুশরিকরা এ রাসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে-তারা নিকৃষ্টতম জীব, জাহান্নামই তাদের থাকার জায়গা। আর যারা ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে নেক কাজ করবে তারাই উত্তম সৃষ্টি, জান্নাতই হবে থাকার স্থান। তাদের প্রতি আল্লাহ খুশী থাকবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী থাকবে - আর আল্লাহকে ভয় করে চললেই এ ধরনের শুভ কল্যাণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

৯৯। الزلزال আল যিলযাল - কম্পন (The Convulsion)

মক্কী, ১ রুকু, ৮ আয়াত

মক্কী মাদানী বলে বিভেদ থাকলেও এটি মক্কী সূরা। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার যে জীবন আসবে সেখানে ছোটবড় গোপন প্রকাশ্য সব রকমের কাজের ফলাফল দেখানো হবে। মানুষ দুনিয়ায় যে যমীনের উপর কাজ করছে- সেই যমীন আল্লাহর হুকুমে সকল কাজের সাক্ষী দিবে সে কথা বলে দেয়া হয়েছে। কোন সময় কোন কাজ কি ভাবে করছে সব বলে দিবে। মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। যেখানেই কবর থাক, পৃথিবীর যে কোনেই থাক মানুষ দলে দলে সেদিন উঠে আসবে। সেখানে তাদেরকে তাদের আমলনামা দেখানো হবে। তাতে বিন্দু পরিমাণ নেক আমল বা বদ আমল বাদ পড়বেনা।

مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰى هَا .

এমন এক আশ্চর্য আমল নামা যাতে ছোট-বড় কিছুই বাদ পড়েনি সব সংরক্ষিত আছে! (কাহাফ ঃ ৪৯)

১০০। العاديات আলআদিয়াত-যে দৌঁড়ায় (Those that run)

মক্কী, ১ রুকু, ১১ আয়াত

সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয়। আখেরাতে অবিশ্বাসী হলে নৈতিক অধঃপতন যে কত নীচে নামতে পারে এখানে তা বলে দেয়া হয়েছে। সে দিন শুধু বাহ্যিক নয় অন্তরের গোপন তত্বও যাচাই করে ফলাফল ঘোষণার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের লুঠতরাজ যে কত চরম ও বীভৎসময় পন্থায় করা হত তার চিত্র দিয়ে শুরু হয়েছে। আখেরাতে জবাবদিহীতার অনুভূতি না থাকায় নির্মম-নিষ্ঠুর ভাবে সম্পদ লুন্ঠনের মাধ্যমে মানুষ তার রবের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে। ধন সম্পদের লোভে অন্ধ মানুষগুলো যখন পরকালে কবর থেকে বের হয়ে আসামী অবস্থায় দাঁড়াবে তখন কি বলবে ? এমন কি তার দিলের গোপন উদ্দেশ্যও প্রকাশ করা হবে। দুনিয়ায় থাকতে এ কথা মানলে সে এ অবস্থায় পড়ত না।

www.pathagar.com

১০১। القارعة। আল কারিয়া- ভয়াবহ দুর্ঘটনা (The Day of Noise and Clamour)

মক্কী, ১ রুকু, ১১ আয়াত

সূরাটি মক্কায় প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরা। ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর দিয়ে মানুষের অন্তরকে কাপিয়ে তুলে কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। ভয়াবহ দুর্ঘটনা শুনাবার জন্য শ্রোতামন্ডলীকে সতর্ক করে তোলা হয়েছে। আলোর চতুর্দিকে পতঙ্গ উড়ার মত মানুষ বিক্ষিপ্ত ভাবে দৌড়াতে থাকবে। বিশাল আকারের পাহাড়গুলো চূর্নবিচূর্ন হয়ে ধুনাপশমের মত বাতাসে ঘুরতে থাকবে। হিসাব গ্রহনের জন্য আমলের ওজন করা হবে। যার আমল খারাপের তুলনায় ভাল বেশী হবে সে পরম সুখে জান্নাতে থাকবে। আর যার আমল ভালোর তুলনায় খারাপ বেশী হবে সে আগুনে ভরা দাউ দাউ করা জাহান্নামে পুড়তে থাকবে।

১০২। التكاثر। আততাকাসুর -প্রবৃদ্ধি (Piling up)

মক্কী, ১ রুকু, ৮ আয়াত

মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ একটি সূরা। বস্তুবাদী মানসিকতার উপর আঘাত হেনেছে এ সূরা। যারা আল্লাহর গোলাম না হয়ে টাকার গোলাম হয়ে গেছে তাদের পরিণতির কথা এখানে বলা হয়েছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য বন্য গাধার মত ছুটতে থাকে। অহংকার হয় তাদের চালিকা শক্তি। বেশী সম্পদ ও বেশী সুখ পাবার জন্য কবরে যাবার আগে পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে থাকে। আখেরাতের চেতনা থাকলে এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে মানুষ এরুপ আচরণ করত না। এ রকম অর্থ-সম্পদে অন্ধ বেহুশ লোকেরা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেই সাথে দুনিয়াতে যে সব নিয়ামত ভোগ করেছে সে সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

১০৩। العصر। আল আসর-কাল (Time through the Ages)

মক্কী, ১ রুকু, ৩ আয়াত

মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়। মানব জাতির ধ্বংসের পথ ও মুক্তির পথ কোনটি তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। মানুষের হেদায়াতের জন্য

www.pathagar.com

এ ছোট সূরাটিই যথেষ্ট হতে পারে। তাইতো সাহাবীদের একজন আরেক জনের সাথে মিলিত ও বিদায় নেয়ার সময় এ সূরাটি শুনিয়ে দিতেন। মহাকালের শপথ, সকল মানুষই ধ্বংসের মধ্যে শুধু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, হক প্রতিষ্ঠার জন্য উপদেশ দিয়েছে এবং হক পথে চলতে গেলে বাধা বিপত্তি আসতে পারে তাই ধৈর্য্যের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

১০৪। الهمزة। আলহুমাযা- অন্যেরদোষ অন্বেষণকারী (The Scandal monger)

মক্কী, ১ রুকু, ৯ আয়াত

মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয় সূরাটি। জাহেলী যুগে নেতৃত্বের নমূনা পেশ করে লোকদেরকে জানানো হয়েছে এ ধরনের স্বভাব চরিত্র পরিণামে ধ্বংস ও ক্ষতিই ডেকে আনবে। অর্থপূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মারাত্মক নৈতিক দোষ ত্রুটি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

যারা গালিগালাজ ও দোষত্রুটি প্রচারে ব্যস্ত তারা নিশ্চিত ধ্বংসে পতিত হয়ে গেছে। তারা মাল সঞ্চয় করতে ও তা গুনে রাখতে ভালবাসে আর মনে করে এই মাল তার কাছে চিরদিন থাকবে। কখনই নয়, অচিরেই সে চূর্নবিচূর্নকারী দোযখে প্রবেশ করবে। ঢাকনা বন্ধ আগুনে খামের সাথে আটকানো অবস্থায় ঝুলতে থাকবে- যা তার কলিজা পর্যন্ত ছাই করে ফেলবে।

১০৫। الفيل। আলফীল- হাতী (The Elephant)

মক্কী, ১ রুকু, ৫ আয়াত

মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়। আল্লাহর ও আল্লাহর ঘরের বিরোধিতাকারীর শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে তা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র আরব জাতি হাতির ঘটনা সম্পর্কে সচেতন । ইহা আল্লাহর অসাধারণ শক্তির এক নমুনা বলে সকলে জানত। ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে এসে নিজে সকলে মিলে ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংসের ব্যাপারে কোন মূর্তির হাত ছিল এ কথা মুশরিকরা বলতে পারেনি। এ ঘটনা এতই মশহুর ছিল যে বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন হয়নি-শুধু ঘটনাটি উল্লেখই যথেষ্ট হয়েছে। ষাট হাজার সৈন্য মুজদালিফা ও মীনার মধ্যবর্তী মুহাসসার এলাকায় পৌঁছলে

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা হাতিওয়ালাদের প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দেন। সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর সৈন্যদের উপর ফেললে তাদের শরীরের মাংস খসে পড়তে লাগল। সকলে খতম হয়ে গেল। আল্লাহর ঘরের ও ঘরের পক্ষের ঈমানদারদের বিরুদ্ধাচারণ করলে এ রকম পরিণতি হবে।

১০৬। القريش। আল কুরাইশ - কুরাইশ বংশ (The Quraish)

মক্কী, ১ রুকু, ৪ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে আল্লাহর ঘরের বদৌলতে কুরায়শরা খুবই উপকৃত হয়েছে। তাদের উচিত এ ঘরের মালিক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য ঈমান এনে এ ঘরের রবের ইবাদাত করা। এ ঘরের রব আল্লাহই তাদেরকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা। শোকরগুজার বান্দাহ হিসেবে মাথা নত করে কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম আহকামই তাদের মেনে চলা কর্তব্য।

১০৭। الماعون। আলমাউন-সাধারণ প্রয়োজনীয় (Neighbourly Needs)

মক্কী, ১ রুকু, ৭ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। আখেরাতের উপর ঈমান না থাকলে কত ছোট-মনা নীচ প্রকৃতির কাজ করতে পারে একথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যও বলে দেয়া হয়েছে। আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও আস্থা না থাকলে মজবুত চরিত্র কখনো গঠিত হতে পারে না।

আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী লোক ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়, আর মিশকিনকে খেতে দেয় না, অন্যকেও খেতে দিতে উৎসাহ দেয় না। নামায পড়ে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে, কাজ করলে লোক দেখানো কাজ করে এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রতিবেশীকে দিয়ে সাহায্য করে না। মুনাফিকদের এরকমই আচরণ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১০৮। الكوثر। আলকাউসার-অফুরন্ত কল্যাণ, বেহেশতের বিশেষ একটি নহর (Abundance)

মক্কী, ১ রুকু, ৩ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র এক আল্লাহর গোলামী করার নির্দেশ দিতেন। মুশরেকী আকীদা-আচরণকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছিলেন তাই সমস্ত কুরাইশ তাঁর দুষমনে পরিণত হয়। গোটা সমাজে তিনি পরিত্যক্ত ও আত্মীয়-হীন ব্যক্তি হয়ে পড়েন। মুষ্টিমেয় সংগী সাথীগণ অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়ে খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। পর পর শিশুপুত্রদের ইন্তেকালে পাড়া প্রতিবেশী সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশের পরিবর্তে তারা আনন্দ প্রকাশ করলো, আর বলল যে সে ছিন্নমূল হয়ে গেল। আল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শান্তনা দিয়ে বললেন- কাউসারের মত মহান নেয়ামত তোমাকে দিয়েছি- তুমি নামাজ আদায় কর- কুরবানী কর, নিশ্চয় তোমার দুষমনরাই ছিন্নমূল হবে।

১০৯। الكافرون। আল কাফেরুন-কাফেরগণ অস্বীকারকারী, বিদ্রোহী (Those who reject Faith)

মক্কী, ১ রুকু, ৬ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। কাফের কুরাইশরা ধর্মীয় সহাবস্থানের জন্য একটা আপোষ প্রস্তাব দিয়েছিল। এক বছর তারা ইসলামের আইন কানুন মানবে, শর্ত হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একবছর তাদের ধর্ম মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা এর জবাব দিলেন, তাদের এ অবান্তর প্রস্তাব মানার প্রশ্নই আসেনা। আল্লাহর ঘোষণা চূড়ান্ত-ইসলাম এক আপোষহীন জীবন বিধান। কুফর ও কাফেরী রীতি নীতির সাথে চূড়ান্ত নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করাই ঈমানের দাবী। শিরক থেকে বাঁচার এক মহাবাণী এ সূরাটি। তাই তো ফজর মাগরিব সুন্নাত নামাজে, ঘুমের পূর্বে শিরক থেকে নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা স্বরূপ সূরাটি পড়তে হয়। সূরাটির মূলকথা তোমরা যাদের ইবাদত করছ এবং কর আমরা তার ইবাদত করছি না, করবোনা। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আর আমাদের দ্বীন আমাদের জন্য।

www.pathagar.com

১১০। النصر। আন্‌নাসর-সাহায্য (Help)

মাদানী, ১ রুকু, ৩ আয়াত

সূরাটি মাদানী সূরা এবং এ সূরাটি কুরআন মাজিদের সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্নাঙ্গ সূরা। এর পরে পূর্নাঙ্গ কোন সূরা নাজিল হয় নি। বিজয়ী হবার পর নিজের কোন বাহাদুরী প্রদর্শন নয় বরং এ কাজে দূর্বলতা ও ভুলক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌রই তাসবীহ্ তাহ্‌মীদ দিয়ে প্রশংসা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তিনি এত বড় কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন। অন্যরা ব্যাপক উৎসব অনুষ্ঠান করে আর ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র হামদ তাসবীহ্ করে তার কাছে মাগফিরাত কামনা করবে। বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ পালন করতে হবে। আল্লাহ্‌র সাহায্য আসল ও বিজয় হল, ফলে লোকজন দলে দলে ইসলামে দাখিল হল। অতএব আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ তাহ্‌মীদ কর ও তার কাছে মাফ চাও নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

১১১। اللهب। আল লাহাব-অগ্নি শিখা (The Flame)

মক্কী, ১ রুকু, ৫ আয়াত

সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়।

এ একটি সূরা যেখানে নাম নিয়ে ইসলামের এক দুষমনের দোষ প্রচার করা হয়েছে। আত্মীয়কে সাহায্য সহযোগিতা না করা তদানীন্তন আরব সমাজে বড় পাপ মনে করা হত। আবু লাহাব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আপন চাচা যাকে পিতার মৃত্যুর পর ভাতিজাকে আপন সন্তানের মতই ভাল বাসতে হত, লালন-পালন করতে হত। কিন্তু আরবের এ চিরন্তন নীতি লংঘন করল এই ব্যক্তিটি। আপন হাতে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য এ ব্যক্তিটি তার ভাতিজার দিকে এগিয়ে এসে বলল, তোমার সর্বনাশ হোক-এ জন্যই কি আমাদের ডেকেছো ? আল্লাহ্ এর জবাবে বললেন আবু লাহাব, তার দু' হাত ধ্বংস হয়েছে তার উপার্জন কোন উপকারে আসবে না। অতিশীঘ্র সে ও তার স্ত্রী কুটনী বুড়ি আগুনে প্রবেশ করবে। তার স্ত্রীর গলায় রশির ফাঁস থাকবে।

www.pathagar.com

১১২। الاخلاص। আল ইখলাস- আন্তরিকতা (Purity of faith)

মক্কী, ১ রুকু, ৪ আয়াত

সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রাথমিককালে নাযিল হয়।

কাফের কুরাইশদের খোদা ছিল দেহ সর্বস্ব, যাদের স্বামী, স্ত্রী, শাশুড়ী, ছেলে ও মেয়ে থাকত। তাদের খোদা কাঠ, পাথর, মাটি, সোনা, রুপা দ্বারা তৈরী হত। তারা এগুলোর পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল। এক আল্লাহর দাওয়াত যখন পেল তখন তারা জানতে চাইল তার খোদা কেমন ও কিসের তৈরী। অল্প কথায় আল্লাহর পরিচয় এতে দেয়া হয়েছে। ফলে সূরাটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ সংক্রান্ত এজন্য এটি কুরআন মাজিদের এক তৃতীয়াংশ। ঘোষণা দাও আল্লাহ এক ও একক, আল্লাহ অভাবশুন্য। না তার কোন সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান। কেউ তার সমতুল্য নেই।

১১৩। الفلق। আল ফালাক- উষা (The Dawn)

মক্কী, ১ রুকু, ৫ আয়াত

সূরাটি মাক্কীজীবনে নাযিল হয়। ফালাক ও নাস দুটি সূরাকে মোয়াব্বাজাতাইন-বা আশ্রয় চাওয়ার সূরা বলা হয়েছে। সূরা ফাতিহায় পথের দিশা চাওয়া হলে আল্লাহ পুরো কুরআন মাজিদকে পথের দিশা হিসেবে দিয়ে দিলেন। শেষ দুটি সূরায় আশ্রয় চাওয়া হয়েছে আল্লাহর কাছে শয়তান জ্বিনসহ সকলের কুমন্ত্রনা ধোকা প্রতারনা থেকে। সত্য পথে চলার জন্য এ এক অব্যর্থ মহৌষধ। তাইতো বিপদাপদে ও রাতে শুবার সময় এ সূরাগুলি পড়ে আশ্রয় চাইতে হয়।

বল আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টার কাছে রাতের অন্ধকারের ক্ষতি থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ফুঁকদানকারী ও হিংসুকদের ক্ষতি থেকে ও আশ্রয় চাই।

১১৪। الناس। আন্‌নাস-মানুষ (Man kind)

মক্কী, ১ রুকু, ৬ আয়াত

এ সূরাটিও মাক্কী জীবনে সূরা ফালাক এর সাথে নাযিল হয়।

বল, মানুষের রব, মানুষের মালিক, মানুষের ইলাহ এর নিকট পানাহ চাই, দুষ্ট জ্বীন ও মানুষের ক্ষতি থেকে যারা কুমন্ত্রনা দেয়, দিলের মধ্যেও ওয়াসওসার সৃষ্টি করে।

শেষ কথা

কুরআন মাজিদের ১১৪টি সূরা আমাদের সকলেরই জানা উচিত। এ কুরআন মাজিদ কাল কিয়ামতে পক্ষে অথবা বিপক্ষে সুপারিশ করবে। তাই পক্ষে কুরআন মাজিদের সুপারিশ পেতে হলে ঃ

(এক) কুরআন মাজিদ বুঝতে হবে।

(দুই) কুরআনের আয়াতগুলোকে যা বুঝা গেল তা বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

(তিন) অন্যদেরকেও কুরআন বুঝা ও তা চালু করার কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদের সূরাগুলোতে কি কি বিষয় আছে তার একটা প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে ময়দানে কাজ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, তাফহীমুল কুরআন অথবা যে কোন একটি বাংলা তাফসীর কাছে রেখে প্রতিদিনই আধাঘন্টা বা এক ঘন্টা সময় নিয়ে অর্থসহ পড়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে এ লক্ষ্যে কাজ করার ও আখেরাতে মুক্তি অর্জনের তৌফিক দিন- আমীন ॥

সমাপ্ত